CMYK CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 April, 2021 ■ আগরতলা, ২ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ১৯ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, নতুন করে সংক্রামিত ১৪ জন

আগরতলা, ১ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনা-র প্রকোপ ত্রিপুরায় পুণরায় বেড়ে চলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। স্বাভাবিকভাবেই, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের খবর নতুন চিন্তায় ফেলেছে। এদিকে, গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ৫ জন করোনা মুক্ত হয়েছেন। করোনা পরিস্থিতি-র জেরে ইতিমধ্যে আইসোলেসন পদ্ধতি পুণরায় চালু করেছে ত্রিপুরা সরকার। বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫।

সারা দেশেই করোনার সংক্রমণ মারাত্মকভাবে বাড়ছে। উদ্বেগের বিষয়, ত্রিপুরায় তার ব্যতিক্রম নয়। মাঝে কয়েকটা দিন শান্ত থেকে ফের তান্ডব শুরু করেছে করোনা। তারই প্রমাণ, মাঝে কয়েক দিনের বিরতি দিয়ে গত ৪৮ ঘন্টায় ২৪ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তবে, নতুন করে করোনা আক্রান্তের মৃত্যু-র ঘটনা ঘটেনি, স্বস্তি আপাতত এখানেই।

তবে, লক্ষণ খুবই উদ্বেগজনক বলেই মনে হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১৪০ জন এবং রেপিড এন্টিজেন ৯১৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাতে, আরটি-পিসিআর ৯ জনের এবং রেপিড এন্টিজেন ৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। আরেকটা বিষয় হল, গত ৪৮ ঘন্টায় রিপোর্ট-এ দেখা গেছে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা যত বেড়েছে, সাথে বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও। কারণ, বুধবার সন্ধ্যায় প্রাপ্ত মিডিয়া বুলেটিনে দেখা গেছে ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৩৪ জন এবং রেপিড এন্টিজেন ৭৯৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাতে, আরটি-পিসিআর ৭ জনের এবং রেপিড এন্টিজেন ৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

সংক্রমণ রুখতে টিকাকরণ নিয়ে বড় ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১এপ্রিল (হি.স) : নতুন করে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়ে দিল গোটা এপ্রিল জুড়ে টিকাকরণ চলবে। সরকারি ছুটির দিনেও টিকাকরণ বন্ধ থাকবে না। সরকারি বা বেসরকারি কোনও কেন্দ্রেই একদিনের জন্যেও টিকাকরণ বন্ধ থাকবে না। এরপর ঘোষণা করা হয়, ৪৫ বছরের ঊর্ধে যাঁদের কো-মর্বিডিটি রয়েছে তাঁদের করোনার টিকা দেওয়া হবে। আর ১ এপ্রিল অর্থাৎ আজ থেকে ৪৫ বছরের ঊর্ধে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সবাইকেই ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করল কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, গোটা মাসজুড়ে টিকাকরণ চালানোর নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার এমন নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

চলতি বছরের শুরু থেকে দেশজুড়ে করোনার বিরুদ্ধে টিকাকরণ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত বছরের এই সময় দেশজুড়ে করোনার সংক্রমণ রুখতে জারি হয়েছিল লকডাউন। তা সত্ত্বেও মারণ এই ভাইরাসে প্রাণ হারান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমছে না স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার তুলে নেওয়া হবে নির্দেশ ঃ সীতারামন

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.)।। কমছে না স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার। বৃহস্পতিবার সকালেই টুইট করে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। টুইটারে নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, ভারত সরকারের স্বল্প সঞ্চয় স্কিমে সুদের হারে কোনও পরিবর্তন ঘটছে না। বরং ২০২০-২১ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে সুদের যে হার ছিল, তা-ই অব্যাহত থাকবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, অনবধানতাজনিত যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তুলে নেওয়া হবে।

বুধবার রাতে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একাধিক স্বল্প সঞ্চয় এবং পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ)-এ সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। এই ঘোষণার পরই সমালোচনার ঝড় ওঠে। বৃহস্পতিবার সকাল হতেই টুইটারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, '২০২০-২১ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে কেন্দ্রীয় স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে সুদের হার যা ছিল, তা-ই থাকবে। অর্থাৎ ২০২১-এর মার্চ পর্যন্ত সুদের হার যা ছিল, তা অপরিবর্তিত থাকছে। ভুল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসিতে ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার সময় গণমুক্তি পরিষদ শুধু লুটতরাজ করেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ এপ্রিল (হি. স.)।। এডিসি নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, রাজনৈতিক দলগুলি-র প্রচারের পারদ ততই চরছে। তেমনি আজ নির্বাচনী জনসভায় বামেদের চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কটাক্ষ, এডিসি-তে ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার সময় গণমুক্তি পরিষদ শুধু লুটতরাজ করেছে, শোষণ করেছে। গণমুক্তি পরিষদ নয়, এটা গণ শোষণকারী পরিষদ। প্রসঙ্গত, এডিসি নির্বাচন উপলক্ষে আজ করমছড়া নতুন বাজারে বিজেপির সভায় মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল নজরকাড়া।

তিনি বলেন, ২৫ বছরের টানা সরকার আর ১৫ বছরের এডিসির শাসনে জনজাতিদের কোনও উন্নয়ন করেনি কমিউনিস্টরা। সিপিএমের ২৫ বছরের শাসনে তারা মানুষকে কমরেড বানিয়ে ছেড়েছে। এডিসির ১৫ বছরে কমিউনিস্টরা ঠান্ডা মাথায় জনজাতিদের চিরাচরিত সংস্কৃতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, কমিউনিস্টরা শুধু বঞ্চিত, লাঞ্ছিত বলে কাটিয়ে দিয়েছে। এখন সেসবের অবসান ঘটেছে। আগামী দিনে এডিসিতে ২৮টি আসনে জয়যুক্ত হয়ে বিজেপি-আইপিএফটি জোট উন্নয়নের কাজকে তরান্বিত করবে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

তেলিয়ামুড়া হাসাপাতলে করোনার টিকা নিয়ে হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ এপ্রিল।। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী করোনা ভ্যাকসিন নিতে এসে সাধারণ মানুষজন হয়রানি শিকার হতে হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত একাংশ চিকিৎসকদের কারণে। এছাড়াও রাজ্য প্রশাসন থেকে করুণা সম্পর্কিত নতুন গাইডলাইন ও মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।সামাজিক দূরত্ব এবং মাক্স পরিবহন চুলোয় থাক।আর সবকিছুই হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মা ও গুণধর চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিকের দৌলতে। তারা হাসপাতালে নিয়ম নীতি চড়াও করে বলে থাকলেও আদতে এক প্রকার বাম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুজরাট বিধানসভায় পেশ লাভ জিহাদ বিল

আহমেদাবাদ, ১ এপ্রিল (হি.স.)।। গুজরাট বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পেশ লাভ জিহাদ বিল। এদিন গুজরাট বিধানসভায় বিলটি পেশ করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদীপ সিং জাদেজা। এর তীব্র প্রতিবাদ করে কংগ্রেস। আজ সদনে বিলের প্রতিলিপি ছিঁড়ে প্রতিবাদে সরব হন কংগ্রেস বিধায়ক ইমরান খেদাওয়ালা। খেদাওয়ালার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী । উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, হিমাচল প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২০ সালে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণে দেশে সেরা শহর বিলোনিয়া পুর পরিষদ

আগরতলা, ১ এপ্রিল (হি. স.)।। বিলোনিয়া পুর পরিষদ-কে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের অধীনে দেশের মধ্যে ২০২০ সালের সিটিজেন ফিডব্যাক বিভাগে সেরা শহর হিসেবে ভূষিত করা হয়েছে। তাছাড়াও আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের অধীনে ২০২০ সালে উত্তর পূর্ব অঞ্চল বিভাগে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত পঞ্চম স্থান, ধর্মনগর পুর পরিষদ ষষ্ঠ স্থান, মোহনপুর পুর পরিষদ দশম স্থান এবং উদয়পুর পুর পরিষদ চতুর্দশ স্থান দখল করেছে।

নগর উন্নয়নের দফতরের অধিকর্তা ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিরিখে ২০২১ সালেও দেশের ৪ হাজারেরও বেশি শহরে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভারত সরকারের আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত এটি একটি দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতামূলক মিশন। স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ যা সারা দেশের নগর ও শহরগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা। এই সমীক্ষায় যে শহর শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে সেই শহরকে দেশের ক্লিনেস্ট সিটি হিসেবে ভূষিত করা হবে। রাজ্যেও সমগ্র মার্চ মাস জুড়ে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণের অধীনে এটি রূপায়ণ করার প্রক্রিয়া চলছে। এই কর্মসূচিটি নগর স্থানীয় সংস্থা, রাজ্য সরকার এবং নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রূপায়ণ করা হয়েছে, বলেন তিনি।

নগর উন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে আরও জানিয়েছেন, পুর নিগম, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতগুলির প্রধান লক্ষ্য হল নির্মল শহরের (ও ডি এফ) স্থিতি বজায় রাখা, মহিলা স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ, উৎস হতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পচনশীল বর্জ্য, অপচনশীল বর্জ্য, প্লাস্টিক বর্জ্য ও সংগৃহীত বর্জ্যের শোধন এবং ই- বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার। অদূর ভবিষ্যতে শহরাঞ্চলগুলিতে বর্জ্য পৃথকীকরণ কেন্দ্র এবং টার্শিয়ারি বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

গাছের ডাল পড়ে গুরুতর আহত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ এপ্রিল।। গাছের শুকনো ডাল গায়ে পড়ে গুরুতর আহত সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া এক ছাত্রী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সামনে।

ঘটনা বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টা নাগাদ।ঘটনার বিবরণে জানা যায়,তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্রী দীপান্বিতা সরকার (১৩) অন্যান্য দিনের মতো বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর বাড়ি থেকে আসার পথে বিদ্যালয়ের সামনে ছোট একটি চানাচুরের ঠেলার সামনে দাঁড়িয়ে চানাচুর কিনতে যায় ঠিক তখনই বিদ্যালয়ের সামনে থাকা বড় একটি বটগাছের ডালা দীপান্বিতা সরকারের পিঠে এবং ঘাড়ে পড়ে যায় এতে দীপান্বিতা গাছের ডালের তলায় পড়ে যায়।

ঠিক তখনই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পার্শবর্তী দোকানিরা তড়িঘড়ি ছুটে এসে দীপান্বিতাকে গাছের ডালের তলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে এবার আসল পরিবর্তন হবে দুশোর বেশি আসন পাবে বিজেপি ঃ মোদী

জয়নগর, ১ এপ্রিল (হি.স.)।। পশ্চিমবঙ্গে এবার আসল পরিবর্তন হবে, অত্যাচার আর চলবে না, চলবে না রক্তের খেলা। পশ্চিমবঙ্গে দু''শোর বেশি আসন পাবে বিজেপি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের জনসভা থেকে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দুপুরে জয়নগরের মায়াহাউড়ী হাসপাতাল মাঠের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বাংলায় এবার বিজেপি দু''শোর বেশি আসন পাবে। বাংলায় আসন পরিবর্তন এবার হবেই।'

জয়নগরের জনসভায় উপস্থিত ''জনসমুদ্র'' দেখে আপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি আসল পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের ঢেউকে আরও গতিশীল করবে বঙ্গের এই পবিত্র ভূমি। এবার বাংলায় বিজেপি দু''শোর বেশি আসন পাবে।' প্রয়াত শোভারানি মজুমদারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মোদী বলেছেন, 'আমি বাংলার মেয়ে শোভা মজুমদারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে চাই। শোভা মজুমদারের মুখ সব সময় আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি দিদিকে বলতে চাই তৃণমূল বাংলার মানুষের জন্য কোনও ফুল নয় একটি শূল।' বৃহস্পতিবারই বঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে, ভোটদানকে আশাব্যঞ্জক আখ্যা দিয়ে মোদী বলেন, 'যেভাবে মানুষ ভোট দিচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে বাংলায় এবার বিজেপি দু''শোর বেশি আসন পাবে। বাংলায় আসন পরিবর্তন এবার হবেই। বাংলার প্রতিটি কোণে শুধুই বিজেপির ঝড় উঠেছে। বাংলায় অত্যাচারীর খেলা আর চলবে না, রক্তের খেলা আর চলবে না। যে কাজ বাংলার মানুষ আগে করতে চাইতো, আজ নন্দীগ্রামের মানুষ তাই করে দেখিয়েছে। দিদি ভবানীপুরে নিজের পরাজয়ের ভয়ে নন্দীগ্রামে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব মোর্চা সভাপতির বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ এনে শান্তিরবজারে সড়ক অবরোধ এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ এপ্রিল।। বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতির বিরুদ্ধে মারধরর অভিযোগ এনে শান্তিরবাজারে আজ জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা। তাকে গ্রেফতারের দাবিতে সোচ্চার হন এবিভিপি সদস্যরা। টানা দুই ঘন্টা অবরোধর পর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের প্রতিশ্রুতিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়েছে।

এবিভিপি সদস্যদের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার শান্তিরবাজার ডিগ্রী কলেজে সংগঠনের নতুন কমিটি গঠন করার সময় পরিষদের কয়েকজন সদস্য আক্রান্ত হন। ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে শান্তিরবাজার থানায় মামলা দায়ের করে পরিষদ। কিন্তু, বিজেপি যুব মোর্চার দক্ষিন জেলা সভাপতি সুমন দেবনাথর হস্তক্ষেপে থানার ওসি প্রথমে মামলা নিতে রাজি ছিলেন না। পরে মামলা গ্রহণ করলেও কলেজ চত্ত্বরে কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি পুলিশ। ফলে, গতকাল যুব মোর্চার দক্ষিণ জেলা সভাপতি দলবল নিয়ে এবিভিপির সদস্যদের উপর চড়াও হন। তাই, আজ নিরাপত্তা এবং সুবিচার চেয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, আজ বিকেল ৪ টা ৫০ মিনিট নাগাদ জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশে আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা। তারা সুমন দেবনাথকে গ্রেফতারের দাবিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রম আইন নিয়ে সিআইটিইউ'র বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নতুন শ্রম আইনের ধারা বাতিল করার দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজ্যেও প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে সিআইডিইউ।

কেন্দ্রীয় সরকার পুরানো আইন বাতিল করে নতুন চারটি সংশোধনী ধারা গ্রহণ করে পয়লা এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে তা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সি আই টি ইউর সহ-অন্যান্য বেশকিছু শ্রমিক সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের একগুঁয়েমি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে সিআইটিইউ সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলো। দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছ ভারত মিশনে জনসচেতনতার লক্ষ্যে শহরাঞ্চলে দেওয়াল চিত্রায়ণ

আগরতলা, ১ এপ্রিল (হি. স.)।। স্বচ্ছ ভারত মিশন (আরবান) আয়োজিত আইইসি কার্যক্রমে জনসচেতনতার লক্ষ্যে রাজ্যের শহরাঞ্চলগুলিতে দেওয়াল চিত্রায়ণ করা হচ্ছে। এই কাজে হাত লাগিয়েছেন রাজ্যের চিত্রশিল্পীগণ। তাদের রংতুলির স্পর্শে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ শহর যেমন ঝলমলে, উজ্জ্বল ও সুসজ্জিত হয়ে উঠছে তেমনি জনসচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, রাজ্যে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ২০টি শহরাঞ্চলের বিভিন্ন দেওয়ালে ২,৪৯,০০২ বর্গফুট জুড়ে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি শহরে এই কার্যক্রম আরও প্রসারিত হবে অদূর ভবিষ্যতে। এরফলে অনেক যুবক-যুবতী ও চিত্রশিল্পীগণ অনুপ্রাণিত হয়ে অংশ নিচ্ছেন। তারা বিভিন্ন ধরনের চিত্রকলা জনসমক্ষেও তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছেন।

নগর উন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে আরও জানান, আগরতলা পুরনিগম সহ রাণীরবাজার পুর পরিষদ, মোহনপুর পুরপরিষদ, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত, ধর্মনগর পুর পরিষদ, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত, কৈলাসহর পুর পরিষদ, কুমারঘাট পুর পরিষদ, আমবাসা পুর পরিষদ, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত, খোয়াই পুর পরিষদ, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ, বিশালগড় পুর পরিষদ, মেলাঘর পুর পরিষদ, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত, উদয়পুর পুর পরিষদ, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত, বিলোনিয়া পুর পরিষদ, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত ও শান্তিরবাজার পুর পরিষদ এলাকায় এই কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে।

তিনি জানান, এই কর্মসূচিতে রাজ্যের ২০টি শহরের দেওয়ালজুড়ে নানাবিধ জনসচেতনতামূলক পরিবেশবান্ধব স্লোগান ব্যবহার করা হয়েছে যার মূল বিষয়বস্তু হল স্বচ্ছ, সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া। তাছাড়াও এ ধরনের চিত্রায়নের মাধ্যমে বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, উন্মুক্ত জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ না করা, মলমূত্র ত্যাগের জন্য নিজের বাড়িতে শৌচালয় গড়া, যেখানে সেখানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামনগর এলাকায় শিশু সন্তানকে কুপিয়ে ঘায়েল করার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবীতে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ধরণা এলাকাবাসীর।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে বহিরাগতরা বয়ালে ঢুকেছে, অভিযোগ তৃণমূলনেত্রীর

নন্দীগ্রাম, ১এপ্রিল (হি.স)।। আজ দ্বিতীয় দফার ভোটে তুমুল উত্তেজনা নন্দীগ্রামের বয়ালে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে বহিরাগতরা বয়ালে ঢুকেছে বলে অভিযোগ তৃণমূলনেত্রীর। বয়ালের বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগতরা ঢুকেছে বলে অভিযোগ তৃণমূলনেত্রীর।

তিনি অভিযোগে বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে বহিরাগতরা বয়ালে ঢুকেছে। গ্রামের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে বহিরাগতরা। তৃণমূলের এজেন্টকে বসতেই দেওয়া হয়নি। এখানে ৮০ শতাংশ ছাপ্পা ভোট হয়ে গিয়েছে। এখানে ভোট দিতে দেয়নি। ৬৩টি অভিযোগ এসেছে কমিশনের কাছে। আমরা আদালতে যাব।" এরপর বয়ালের বুথে বসেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে ফোন করেন তৃণমূলনেত্রী। রাজ্যপালকে গোটা ঘটনা জানিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী।

এদিন সকাল থেকে বয়ালের সাত নম্বর বুথে কোন এজেন্ট ছিল না তৃণমূলের। খবর পেয়ে বেলা বাড়তেই বয়ালের ওই বুথে যান তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেতেই উত্তেজনা বেড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের এজেন্টকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। যদিও ওই তৃণমূল এজেন্টের মা বেঁকে বসেন। ছেলেকে বুথে যেতে দিতে রাজি হননি তিনি। পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা গেলেও বুথ মুখো হননি তৃণমূলের এজেন্ট। বুথের বাইরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি কর্মীরা। বুথের বাইরে জড়ো হওয়া তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতি বেধে যায় বিজেপি কর্মীদের।

অন্যদিকে, এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বয়ালের বুথে থাকাকালীন বুথের বাইরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বুথের বাইরে জড়ো হওয়া বিজেপি ও তৃণমূলকর্মীরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম দশা হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুথের মধ্যেই আটকে পড়েন। বাইরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১৭০ ◻ ২ এপ্রিল ২০২১ ইং ◻ ১৯ চৈত্র ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

তবু কেন বৈষম্য ?

পরাধীনতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া নারীরা ক্রমশ অগ্রসর হইতেছেন ক্ষমতায়নের পথে। সাফল্যের সোপান বাইয়া আজ আকাশ ছুঁইয়া ফেলিয়াছেন মেয়েরা। তবু লিঙ্গবৈষম্য আজও প্রকট।যুগ যুগ ধরিয়া এই বৈষম্যের শিকার মেয়েরা। কখনও পারিবারিক ক্ষেত্রে, কখনও বা কর্মক্ষেত্রে নারী অবহেলিত হইয়া আসিতেছে বহু যুগ ধরিয়া। আশ্চর্যের কথা, নারীর এই সামাজিক অবহেলা কিন্তু তাঁহার আকাশছোঁয়া সাফল্যের পরেও খুব একটা কমেনি। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়াইয়াও নারী লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। পারিবারিক হিংসা, কর্মক্ষেত্রে অবহেলা এবং আরও নানারকম সামাজিক অমর্যাদার মুখোমুখি প্রতিনিয়ত মেয়েরা। এই মুহূর্তে কর্মসূত্রে মেয়েরা এমন একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া যেখান থেকে একদিকে রাস্তা গিয়াছে সাফল্যের পথে, আর একটা পথ গিয়াছে লিঙ্গবৈষম্যের দিকে। একদিকে মেয়েদের সাফল্যের সীমা নাই, আবার অন্য দিকে সেই মেয়েরাই লিঙ্গবৈষম্যের শিকার!

সাফল্যের সঙ্গে লিঙ্গবৈষম্য দু'টি কি পরস্পর-বিরোধী বিষয় নয়? আপাতভাবে পরস্পর-বিরোধী ড়ইলেও নারীর কর্মক্ষেত্রের প্রেক্ষিতে দেখিলে জিনিসটা বোঝানো সহজ হইবে। এখন শহরে তো বটেই, গ্রামেগঞ্জেও বহু মহিলা স্বনির্ভর। কিন্তু কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাঁহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথা মাথায় রাখে না মালিক। তাই এখনও অনেক কর্মক্ষেত্রেই মহিলা কর্মীদের সঠিক টয়লেট নাই।' মহিলাদের জরুরি কিছু প্রয়োজনের কথা এখনও সমাজ ভাবিতে শিখেনি। অথচ মেয়েরা নিজেদের যোগ্যতায় সাফল্যের শিখর ছুঁইয়াছেন। মেয়েরা এখনও সমাজের চোখে মানুষ হইয়া উঠিতে পারেননি। 'মেয়েমানুষের' পর্যায়েই আটকাইয়া রহিয়াছেন। তাই তাঁহাদের উন্নতি নিয়ে যে আলাদাভাবে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন, সে বিষয়ে সমাজ হয়তো অবগতই নয়। আর সেই কারণেই এই বৈষম্য। এখনও মেয়েদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নেয় সমাজ। শত উন্নতি আর সাফল্যের পরেও মেয়েরা সেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারেননি। প্রতি মুহূর্তে তাঁহারা নিজেদের প্রয়োজনগুলোকে এড়াইয়া , চলিতে অভ্যস্ত। প্রতি মাসে মেনস্ট্রুয়েশন ফ্লোয়ের কারণে তাঁহারা কুণ্ঠিত থাকেন। পুরুষতন্ত্র মেয়েদের এই কুণ্ঠার সুযোগ নেয়। আর শুধু পুরুষতন্ত্রই বা বলি কী করে? মহিলারাও যে মহিলাদের প্রতি সবসময় সদয় থাকেন, তা-ও তো নয়।'তবে সবটাই যে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহা নয়। আশার কথা এই যে, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সামান্য হইলেও পরিবর্তন হইতেছে। মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।অনেকেই মনে করেন, নারী উন্নয়নের পথে আর একটা বড় বাধা সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রেও মেয়েদের রীতিমতো করুণার পাত্রী হিসেবে দেখা হয়। সন্তানধারণের ক্ষেত্রে হরমোনাল কিছু সমস্যা তো তৈরি হয়ই, তাহাছাড়াও ওই সময়ে মেয়েদের শারীরিক বিভিন্ন অসুবিধেও দেখা দেয়। তখন যে সামাজিক ও পারিবারিক সমর্থন মেয়েদের পাওয়া উচিত, তাহা তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই পান না। উল্টে কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে বহু ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় তাঁহাদের। দুঃখের বিষয়, মেয়েদের বিরুদ্ধে এ ধরনের সমালোচনা সবসময় পুরুষ করেন এমন নয়, অন্য মহিলারাও অনেকসময়ই কটু মন্তব্য করিয়া থাকেন।তাই বলিয়া মহিলাদের ক্ষমতায়ন থমকে চাইতেছে তাাহহ কিন্তু নয়। এখন মেয়েদের জীবন আর সংসারের চার দেওয়ালের ভেতর আটকে নাই। মেয়েদের স্বনির্ভর হইয়া উঠিবার পিছনে পুরুষের সক্রিয় ভূমিকাও লক্ষ্যণীয়। এই সমাজে পুরুষরাও তাঁহাদের স্ত্রীয়ের পাশাপাশি ঘরের কাজে পটু হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাও স্ত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজ ভাগ করে নিতেছেন। সে কারণেই মেয়েরা ঘরেবাইরে পারদর্শী হইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন। সামাজিক বা পারিবারিক থেকে যদি আমরা কর্মক্ষেত্রের দিকে চোখ ফেরাই তাহা হইলে দেখিব মেয়েদের ক্ষমতায়নের একটা সীমা রহিয়াছে। যার ওপরে সহজে তাঁহারা যাইতে পারেন না। যোগ্যতা সেখানে বড় কথা নয়। বড় কথা, তাঁহারা মহিলা। অতএব লিঙ্গবৈষম্য ঘরেবাইরে সর্বত্র বিরাজমান। কর্পোরেট সেক্টরে বিশেষভাবে দেখা যায় একটা স্তরের পর মেয়েদের যোগ্যতা থাকিলেও আর পদোন্নতি হয় না। নারী উন্নয়নের একপিঠে ক্ষমতায়ন, অন্যপিঠে পারিবারিক হিংসা। জীবন নির্ধারণের জন্য কোন পথ বাঁচিয়া নিবেন তাহা নারী নিজেই বিচার করিতে পারেন। আশা একটাই, অনেক অবহেলা আর নির্যাতন অতিক্রম করিয়া নারীকণ্ঠ ক্রমশ সরব হইয়া উঠিয়াছে।

পোলিং বুথের মধ্যে উদ্ধার পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ, চাঞ্চল্য পাথরপ্রতিমায়

পাথরপ্রতিমা, ১ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় পোলিং বুথের ভিতর থেকে উদ্ধার হল এখন পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ। ওই পুলিশ কর্মীর নাম কমল গঙ্গোপাধ্যায় (৪০)। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়। সেখানেই কর্মরত ছিলেন তিনি। তাঁর ভোটের ডিউটি পড়েছিল পাথরপ্রতিমার গুরুদাসপুর এলাকায়। ভোটের ডিউটিতে যোগ দিলেও বুধবার সন্ধ্যা থেকে খোঁজ মিলছিল না কমলের। বৃহস্পতিবার সকালেও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিন সকালে গুরুদাসপুর হাইস্কুলে পোলিং বুথের বাইরে যখন ভোটাররা জড়ো হচ্ছিলেন, ঠিক তখনই গুরুদাসপুর হাইস্কুলের দোতলার একটি ঘরে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওই পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। গলায় দড়ি ও গামছা জড়ানো ছিল বলে জানা গিয়েছে। পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, আত্মঘাতী হয়েছেন ওই পুলিশ কর্মী। দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে। রিপোর্ট হাতে এলেই সবটা বোঝা যাবে। এই ঘটনায় রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের তরফ থেকে।

ভারতে ২৪.৪৭-কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী ৪.৭৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২৪.৪৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ মার্চ সারা দিনে ১১,২৫,৬৮১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৪,৪৭, ৯৮,৬২১-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৭২,৩৩০ জন। ভারতে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৩১,৪৮৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪০,৩৮২ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬২,৯২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৫৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১৪,৭৪,৬৮৩ জন (৯৩.৮৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৩১,৪৮৯ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৫,৮৪,০৫৫ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৪.৭৮ শতাংশ)।

করোনার টিকা নিলেন পীযূষ গোয়েল দেশকে কোভিড-মুক্ত করার আহ্বান

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রথম দফার ডোজ নিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। টিকা নেওয়ার পরই দেশকে সুস্থ ও কোভিড-মুক্ত করার আহ্বান জানালেন গোয়েল। বৃহস্পতিবার দিল্লি এইমস-এ করোনাভাইরাসের প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। টিকা নেওয়ার পর ভ্যাকসিন নেওয়ার একটি ছবি নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করে পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, 'কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম দফার ডোজ নিলাম। সমস্ত নাগরিকদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনি যোগ্য হলে টিকা নিন এবং অন্যদেরও টিকা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন। আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে দেশকে সুরক্ষিত ও সুস্থ করে তুলি এবং ভারতকে কোভিড-১৯ মুক্ত করে তুলি!' উল্লেখ্য, ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে সকলের জন্য বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। টিকাকরণের মধ্যেই ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭২,৩৩০ জন, এবছরের মধ্যে সর্বাধিক।

শান্তিনিকেতনে অশান্ত পরিবেশ

পার্থময় চ্যাটার্জি

হঠাৎ করে বোলপুর শান্তিনিকেতন নিয়ে কিছু মানুষ খুব চিন্তা ভাবনা করছেন। শান্তিনিকেতন মানে কিছু মানুষের কাছে রবিঠাকুর আর তার লেখা। এখানে আকাশে, বাতাসে শুধুই গুরুদেব। হঠাৎ করে সেখানেও একটা তারকাঁটা সীমানা দেওয়া হয়েছে। ভুবনডাঙার মাঠ, রতনপল্লির খোলা জায়গা এই গুলোকে কে যেনো বাক্স বন্দি করেছে। পাঁচের দশকের আগের সেই জমিদারি প্রথা। সাধারণ মানুষের থেকে রবি গৃহকে বিচ্ছিন্ন করবার এক প্রয়াস। শান্তিনিকেতনে পর্যটন আসে দুটোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ---এক বিশ্বভারতী দুই সোনাঝুরির হাট। বিশ্বভারতী এখনও বাইরের লোকজনের কাছে এক মস্ত ভালোলাগার জায়গা, সেটাকে সাধারণের জন্য বন্ধ করে রেখেছে। দ্বিতীয় যেটা, সেটা হচ্ছে সোনাজুরির হাট। সেখানেও নজর পড়েছে কিছু মানুষের। বোলপুর ও তার লাগোয়া গ্রামগুলোর প্রচুর পরিবার যারা এই হাটে নিজেদের ঘরে তৈরি জিনিশ পত্রর বিক্রি করতে আসে, আজ দীর্ঘ প্রায় দশ মাস এই হাট বন্ধ থাকাতে এই সব মানুষগুলোর অতি খারাপ সময়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। আজ তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। কিছু মানুষ। বোলপুর শহর থেকে দূরে সোনাঝুরির জঙ্গলে একটু ব্যবসা করছে তাতেও পেট ঠাণ্ডা কিছু মানুষের জ্বালা ধরছে। হাট বসলে নাকি পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। তাদের কাছে প্রশ্ন রাখবো-যেদিন সোনাজুরির লাল মাটির রাস্তাটা কালো পিচে ঢাকা পরলো সেদিন এই প্রতিবাদ কোথায় ছিল? যেদিন (সম্প্রতি) খালের ধারের দামী গাছ গুলোকে কেটে রাস্তা সম্প্রসারণ হলো সেদিন কোথায় ছিলেন? সোনাঝুরির রাস্তায় লোহার খাঁচা বসানো হচ্ছে, সেবেলা প্রতিবাদ কোথায় আপনাদের? আকাশমনি গাছের অনেক দাম সেগুলো যখন কেটে রিসর্ট হচ্ছে উধাও হচ্ছে এই সব দামী গাছ গুলো তখন কোথায় পরিবেশ রক্ষার বিবেক? আসলে এখানে রোজ হাট বসলে গাছ কাটা বা গাছ উধাও করা একটু অসুবিধা হচ্ছে তাই এই হাট বন্ধ হলে কিছু মানুষের সুবিধাই হবে। এখান যারা আসেন তাদের মাল পত্তর বেচে জায়গাটাকে পরিষ্কার করে আবার চলে যান, এনারা কোনো ভাবেই পরিবেশ নষ্ট করছেন না। কি হচ্ছে রবিঠাকুরের স্মৃতিবিড়িত এই জায়গায়? কেউ বলছে বিশ্বভারতী বন্ধ করে দেবে কেউ বলছে, সোনাঝুরি হাট তুলে দেবে। এটাকি দাদাগিরি নাকি? বোলপুর শান্তিনিকেতন পর্যটন শূন্য হবে যদি বিশ্বভারতী বন্ধ হয় যদি সোনাঝুরির হাট বন্ধ হয়। কত মানুষ বেকার হবে ভেবেছেন? হোটেল থেকে শুরু করে রিকশা, টোটো, গাড়িচালক কতো মানুষ কাজ হারাবে ভেবেছেন? এমনিতেই বিশ্বভারতীর অমানবিক পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই ছোট্ট এই শহরে কাজ হারিয়েছেন অনেক গাইড, যারা সকাল থেকে বিশ্বভারতীর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পর্যটকদের জন্য অপেক্ষা করতো। রোজগার হারিয়েছে অনেক ফুটপাতের দোকানদার। রতন পল্লীর এতদিনের রমরমিয়ে চলা দোকান গুলোকে উচ্ছে করে বর্তমান বিশ্ববারতীর প্রশাসন বিরাট দায়িত্বের কাজ করেছে। সোনাঝুরির হাট বসলে পরিবেশ ধ্বংস হবে তার যুক্তি আছে কি আপনাদের ঝুলিতে? মানুষের জন্য পরিবেশ সুরক্ষিত করা, পরিবেশ সুরক্ষার নামে মানুষ হত্যা ছাড়া এটাকে আর কি বলবো। পেটে মারার পরিকল্পনা এটা। আমি এই অমানবিক চিন্তাধারাকে ঘৃণা করি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশ্বের দৃঢ়তম বস্তুটি পাওয়া গেল এক মাছের গায়ে

জনরঞ্জন গোস্বামী

জলজঙ্গলে ভরা দক্ষিণ আমেরিকার 'আমাজন' এখনও এক আশ্চর্য রহস্যময় অঞ্চল। এখানকার জঙ্গলের ও জলের প্রাণীদের নিয়ে নানা চমকপ্রদ কাহিনি। ভেনেজুয়েলার অর্নিকা নদী এবং আর্জেন্টিনার পারনা নদীতে বাস করে পিরানহা নামে এক অদ্ভুত মাছ। মাছগুলো খুব বড় নয়,লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি থেকে চরিশ ইঞ্চি হতে দেখা এই ব্যতিক্রমী রানে সারা যায়। এদের গায়ের রংয়ের বৈচিত্র্য দেখা যায়।

এবং কুখ্যাত এদের ভয়ঙ্কর দাত ও ক্ষুধার জন্য। ধারালো ক্ষুরের মতো দীত দিয়ে এরা মুহূর্তে মানুষসহ যে কোনো প্রাণীর মাংস কেটে খেয়ে নিতে পারে। পিরানহা মাছেরা দল বেঁথে একটি গরুকে কেটে মুহূর্তে গরুর মাংসের সবটা খেয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। এদের দাতগুলো বিচিত্র। নীচের পাটির দীতগুলো বড় বড় ও ত্রিভুজাকৃতির।

বহু লক্ষ বছর ধরে

পিরানহা মাছেরা উত্তর ও মধ্য আমাজনের জলে বাস করছে। প্রাণী বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন পিরানহা শুধু আমাজনের জলে নয়, বাংলাদেশে সহ পৃথিবীর নানা স্থানের জলে এরা ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা তিরিশ ধরনের প্রজাতির পিরানহার সন্ধান পেয়েছেন। যে ক্ষুরধার দাতের জন্য পিরানহারা কুখ্যাত সেইসব এদের জীবৎকালে কয়েকবার ক্ষয়ে পড়ে যায় এবং কয়েকবার নতুন করে গজায়। নদীর জলে যখনই কোনো স্থান রক্তাক্ত হতে দেখা যায় তখনই বুঝতে পারা যায় যে সেখানে পিরানহারা দল বেঁধে জলের কোনো মাছ বা প্রাণীকে হত্যা করে ভোজ খাচ্ছে। বড় মাছ ডলফিন, উদ্বিড়াল বা ভোঁদড় কারও নিস্তার নেই পিরানহার হাত থেকে। এহেন পিরানহাকে আজকাল কেউ কেউ শখ করে বাড়িতে পুষেও থাকেন। পিরানহা নিয়ে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় আতঙ্কের সিনেমা তৈরি হয়েছে।

আমাজন বেসিনে নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মিঠাজলের এক হ্রদে অসংখ্য পিরানহা বাস করে। আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে এই হ্রদের এক ধরনের মাছকে পিরানহারা কব্জা করতে পারেনি। এই ব্যতিক্রমী মাছকে ব্রাজিলিয়ানরা বলে থাকেন পিরারুকু, বাংলা ভাষায় যার অর্থ "লাল মাছ"। মাছটির আশে বিশেষ করে লেজের "দিকটায় লালচে কমলা রংয়ের ভাগ বেশি থাকায় তাদের এই নামকরণ করা হয়েছে। প্রাণীবিজ্ঞানীদের বিচারে এটি আরাপাইমা গিগাস জেনাসের একমাত্র প্রজাতি। এদের গায়ের রং হালকা বাদামি থেকে সবজে বাদামি। মাছটি লম্বায় পনের ফুট ও ওজনে দুশো কেজি পর্যন্ত হতে পারে। মিষ্টি জলের বড় আকারের মাছেদের মধ্যে এটি অন্যতম। মাছটি বাতাস নিতে জলের উপর তলে ভেসে ওঠে। মাছ ও পোকা এদের খাদ্য। এদের আয়ু ১৫ থেকে ২০ বছর। পিরারুরু মাছটিকে ব্রাজিল ছাড়া গায়না ও পেরুতেও দেখা যায়। এদের ফসিল পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন মায়োসিন যুগে অর্থাৎ দু'কোটি বছর আগেও মাছটির অস্তিত্ব ছিল। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই মাছটির সংখ্যা কমতির দিকে এবং এই কারণেই ২০০১ সাল পিরারুকু শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পিরানহারা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করেও কেন পিরারুকুদের হত্যা করে খেতে পারে না, এই প্রশ্নটি বিজ্ঞানীদের মনে বহুদিন ধরে ঘুরলেও তার সঠিক জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুদিন আগে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন বিজ্ঞানী রবার্ট রিচি এবং মেয়ার মেয়ারস বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করে তাদের গবেষণাপত্রটি জার্নালে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অনুসন্ধান করে বুঝতে পেরেছেন যে পিরারুকুর গায়ের আঁশের বৈশিষ্ট্যের জন্যই পিরানহারা এদের ঘায়েল করতে পারে না। এই সূত্র ধরেই আকস্মিকভাবে তাঁরা এক বিস্ময়কর প্রাকৃতিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন, যার কথায় পরে আসছি। আমরা জানি, মাছের আশ এমনটাই শক্ত হওয়া উচিত যা মাছকে জলে সুরক্ষা দেবে। আঁশচি এমন নমনীয় হবে যা তার চলাচলে সাহায্য করবে এবং এমন হালকা হবে যা তার ভেসে থাকার ক্ষমতাও বাড়াবে। মাছটিকে যথেষ্ট গতিশীলতার দেওয়া জন্য ও নানা আক্রমণ হতেও দেখা যায়। মেয়ারশ ও রিচি গবেষকদ্ব পিরারুকুর আশ সংগ্রহ করে ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে এসে সেইসব আঁশের দৃঢ়তা মেপে দেখেন। দুটো ধাতব প্লেটের মাঝে আশ রেখে নিস্পেষণ করে এই দৃঢ়ত্ব মাপা হয়। ক্রমান্বয়ে চাপ বাড়িয়ে তারা দেখতে চান কখন আশে চিড় ধরে। এটা দেখার জন্য তারা অপটিক্যাল ও ইলেকট্রিক মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করেন। তাদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় পাঁচশত নিউটন বল প্রয়োগের আগে পর্যন্ত পিরারুকুর আঁশে কোনো ফাটল ধরে না (এক নিউটন বল মানে এক কিলোগ্রাম ভরের বস্তুকে যা এক মিটার/সেকেন্ড২ ত্বরন দিতে পারে)। প্রমাণ পাওয়া গেছে পিরানহার কামড় সহ্য করার মতো যথেষ্ট দৃঢ়ত্ব পিরারুকুর আছে, পিরানহা তার ভয়হকর দাঁত পিরারুকুর গায়ে ফোটাতে পারে না। এই গবেষণা থেকে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও আবিষ্কার হয়। প্রকৃতিতে যতরকম বস্তু পাওয়া যায় এবং মানুষের তৈরি নানা বস্তুর মধ্যে পিরারুকুর আঁশের দৃঢ়ত্ব সবচেয়ে বেশি। পিরানহার হাত থেকে পিরারুকুর বেঁচে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই বিস্ময়কর আবিষ্কার। এর পর প্রশ্ন উঠল পিরারুকু এই দৃঢত্ব অর্জন করল কীভাবে? পরীক্ষা করে দেখা গেছে এদের আঁশের দুটি স্তর। উপরের স্তরটিতে আছে নানা খনিজ পদার্থ আর নীচের ত্তরটি কোলজেন (এক ধরনের প্রোটিন) দিয়ে তৈরি। এই ধরনের প্রোটিন মেরুদণ্ডী প্রাণীর চামড়ার সঙ্গে দেখা যায়। বস্তুত খনিজে ভরা প্রথম ভরটিই পিরানহার কামড় ভেদ করতে পারে না। তবে কোনো কারণে প্রথম স্তরটিতে যদি চিড় ধরে তখন দ্বিতীয় স্তরটি সেই আঘাত সামলে নেবে। এই ব্যবস্থাটি অন্যান্য শক্ত মাছের আঁশের চেয়ে অন্যরকম। অন্য মাছের বেলায় আঁশের খনিজে ভরা ত্তরটিতে চিড় বা ফাটল ধরলে কোলাজেন উত্তরটি সেই আঘাত আটকাতে পারে না। তাই অন্য মাছের কামড় থেকে বাঁচার জন্য খনিজে ভরা স্তরটির উপরেই নির্ভর করতে হয়। এদিকে পিরারুকুর আশ "মেটেরিয়াল সায়েন্সকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। পুলিশ, মিলিটারি তো তাদের কাজের জন্য অত্যন্ত বেশি দৃঢ়তাসম্পন্ন বস্তু চায়, নানা প্রযুক্তিতেও দৃঢ়তাসম্পন্ন বস্তর প্রয়োজন। দেখা যাক আমাজনের মাছ তা দিতে পারে কিনা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

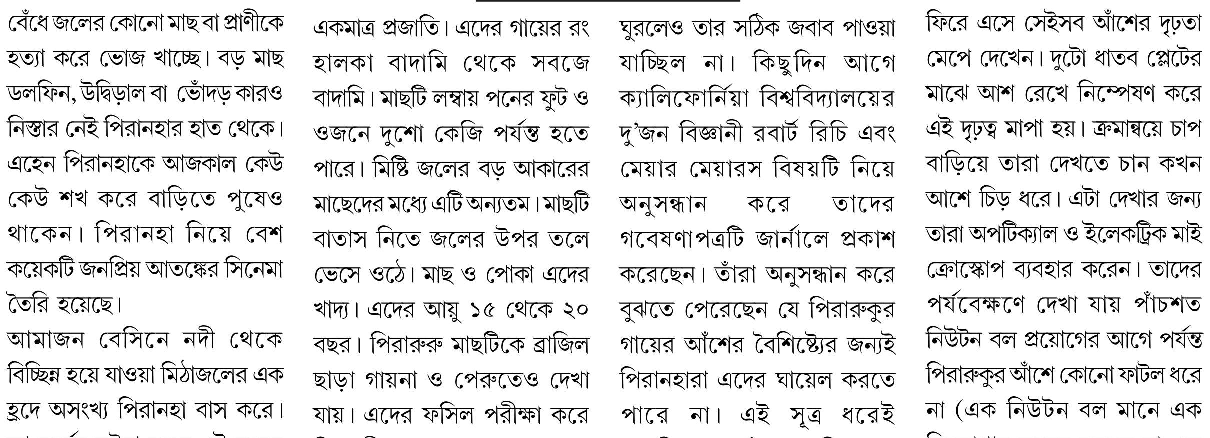

বৃক্ষ সম্রাটের গর্বিত ভুবনে

কৌশিক রায়

গাছটির বিজ্ঞানসম্মত নামটির মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারা যেতে পারে গাছটির বিশালত্বকে-ত্ত সেক্যুইয়াডেনড্রোন ডাইগান্টিয়াম (Sequoiadendron Gigantium)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সিয়েরা নেভাদা পর্বত শ্রেণির পশ্চিম ঢালে, প্রায় আড়াইশো মাইল লম্বা এলাকা জুড়ে, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ইয়োসেমাইট জাতীয় উদ্যান এবং কিংস ক্যানিয়ন জাতীয় উদ্যানেই একমাত্র একচ্ছত্র রাজ্যপাট, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাছটির। "সেক্যুইয়া" বা "জেনারেল শেরম্যান" মোকিনী গৃহযুদ্ধ বা গেটিসবার্গের যুদ্ধে লড়াই করা অন্যতম সেনাপতির নামানুসারে) নামক এই গাছটির উচ্চতা ২৪৭ ফিটের মতো। গাছটির কাছে উচ্চতায় নেহাতই শিশু ওক, পাইন, ফার, জুনিপার, রডোডেনড্রনের মতো গাছগুলি। সেক্যুইয়া গাছের প্রায় ৩২০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার ক্ষমতা আছে। প্রায় ৫৪ হাজার ঘনফিটের মতো কাঠ আছে এই দৈত্যাকার গাছটির মধ্যে। গাছটির গুঁড়ির বেড় প্রায় ২৭ ফিটের মতো। পার্বত্য অঞ্চলের তীব্র তুষারাপাত, বজ্রবিদ্যুৎ, হিমাঙ্কের নীচে শীত এবং অন্যান্য পরিবেশগত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে এই সেক্যুইয়া। গাছটি। 'সেক্যুইয়া' নামক বৃক্ষসম্রাটটিকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন নুমবোল্ট রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী স্টিভ সিলেট। তার গবেষণার অন্যতম বিষয় হচ্ছে প্রেসিডেন্ট" নামে একটি সেব্যুইয়া গাছ। বেশ কয়েকবার বাজ পড়েছে এই গাছটির ওপর। এর ফলে গাছটির দৈর্ঘ্য কমে দাঁড়িয়েছে ২৪৭ ফিটের মতো। তবুও, শ্রায় ২০ কোটি পাতা নিয়ে এই প্রেসিডেন্ট গাছটি, এখনও দৈর্ঘ্যে বেড়ে চলেছে। পুরু ছালের জন্য বিদ্যুতের ছোবল থেকে বেঁচে যায় সেক্যুইয়া। সিয়েরা নেভেদা পর্বতাঞ্চলের দীর্ঘ তুষারকালকে সহ্য করার ক্ষমতাও আছে এই অতিকায় গাছের। এই গাছগুলির সবচেয়ে লম্বা ডালের দৈর্ঘ্য প্রায় ছজ ফিটের মতো। এই গাছে প্রায় সাড়ে পাঁচশোর মতো ডাল থাকে। "প্রেসিডেন্ট" এবং "জেনারেল শেরম্যান" গাছ দুটিতে মুরগির ডিমের আকারে প্রায় ৮২০০০টি বীজপত্র আছে। প্রতিটি বীজপত্রে গড়পড়তা ২০০টি বীজ থাকে। তবে, মানুষের নিষ্ঠুরতার সামনে দুর্ভেদ্য নয় বিশালাকার সেক্যুইয়া গাছ। কুড়ল-করাতের আঘাত, গত দুই শতকে বেশ কিছু সেক্যুইয়া গাছের জীবন কেড়ে নিয়েছে। এমনকি, ১৯০০ সাল নাগাদ এই গাছের কেটে ফেলা বিশাল গুড়িগুলির সামনে দীড়িয়ে ফোটো তোলার প্রতিযোগিতাতে নেমে পড়ত অনেক নির্বোধে মানুষতত্ত ঠিক মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে "বীরোচিত" ফোটো তুলতেন ভারতের ইংরেজ বড়লাট-ছোটলাটেরা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড থেকে সেক্যুইয়া গাছগুলিকে বাঁচানোর জন্য তৈরি করা হয় ইয়োসেমাইট, কিংস ক্যানিয়ন, ক্যালাভেরাস বিগ্রিজ এবং সেক্যুইয়া জাতীয় প্রকৃতি উদ্যানগুলিকে। তবে, শুধুমাত্র সিয়েরা নেভাদা'র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সেক্যুইয়া গাছগুলি জন্মাচ্ছে কেন, এই রহস্যের কিনারা এখনও করতে পারেননি উতিদ বিজ্ঞানীরা। এছাড়া, বছরের পর বছর ধরে প্রবল তুষারপাত সহ্য করার ক্ষমতা দেখিয়েও এই বৃক্ষসম্রাট নিজেই এক বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। সাধারণত, বয়স বাড়লেতআমাদের হাড়ে ক্যালসিয়ামের ঘনত্বের মতোই গাছের শরীরেও কাঠের ঘনত্ব কমতে শুরু করে। এক্ষেত্রেও সেক্যুইয়া গাছেরা ব্যতিক্রম। বয়স বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তাদের শরীরে কাঠের ঘনত্বও বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন 'প্রেসিডেন্ট' গাছটিতে প্রায় ৫৪ হাজার ঘনফিটের মতো কাঠ এবং ছাল রয়েছে। এই গাছ, অনেক বেশি পরিমাণে বাতাস থেকে বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস টেনে নয়ে আমাদের উপকার করে চলেছে। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কার্বন, সেক্যুইয়া গাছের শরীরে গিয়ে সেল্যুলোজ, হেমিসেল্যুলোজ এবং লিগনিন তৈরি করছে। এর ফলে আরও মজবুত হচ্ছে সেক্যুইয়ার 'শালপ্রাংশু মহাভুজঃ' শরীরটি। এই সেক্যুইয়া গাছগুলি ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে এক বৈচিত্রময় প্রাণীজগৎও।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মমতার পরাজয় নিশ্চিত, বিজেপির পক্ষেই ভোট দিচ্ছে নন্দীগ্রাম : শুভেন্দু

নন্দীগ্রাম, ১ এপ্রিল (হি.স.): ”হাইভোল্টেজ” নন্দীগ্রাম আসনে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী ফের দাবি করলেন, নন্দীগ্রাম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় নিশ্চিত। শুভেন্দু এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে? উত্তরও দিয়েছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, ’নন্দীগ্রামের মানুষের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। নন্দীগ্রামের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে।’ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই, মোটরবাইকে চড়ে সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ নন্দনায়েকবাড় প্রাথমিক স্কুলের বুথে পৌঁছে যান শুভেন্দু। এরপর নিজের ভোট দেন নন্দীগ্রামের প্রথমবারের ভোটার শুভেন্দু অধিকারী। ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, নন্দীগ্রাম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে হারবেন, এ ব্যাপারে তিনি আত্মবিশ্বাসী।

শুভেন্দু অধিকারী জানান, ’নন্দীগ্রামের মানুষের সঙ্গে আমার বহু পুরানো সম্পর্ক রয়েছে। নন্দীগ্রামের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে। তাই জয়ের বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী। বিজেপির পক্ষে ভোট দিতেই বেরিয়ে পড়েছে সমস্ত গ্রাম। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে।’ নন্দীগ্রামে মোট পোলিং বুথের সংখ্যা ৩৫৫টি। শুভেন্দু এদিন জানান, সমস্ত পোলিং বুথে এজেন্টই দিতে পারেনি তৃণমূল। শুভেন্দু জানান, উন্নয়ন জিতবে, তোষণের রাজনীতির পরাজয় হবে। পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের মধ্যে নন্দীগ্রাম এবার ‘হট সিট’ আসন। মমতা এবং শুভেন্দু জমিরক্ষা আন্দোলনেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন এক সময়। এই নন্দীগ্রামেই এবার সম্মুখসমরে মমতা ও শুভেন্দু। মমতা ও শুভেন্দুর মতো ‘হেভিওয়েট’ প্রার্থীর পাশে আলোচনায় রয়েছেন নন্দীগ্রামে সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও।

মমতা থেকে শুভেন্দু, সায়ন্তিকা থেকে হিরণ-দ্বিতীয় দফায় তারকা প্রার্থী

২৯৪ আসনের মধ্যে নন্দীগ্রাম এবার ‘হট সিট’ আসন। মমতা এবং শুভেন্দু জমিরক্ষা আন্দোলনেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন এক সময়। এই নন্দীগ্রামেই এবার সম্মুখসমরে মমতা ও শুভেন্দু। সকালে নন্দীগ্রামের জনগণের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেছেন, ’পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিপুল মাত্রায় ভোট দিন, কারণ নন্দীগ্রামের দিকে তাঁকিয়ে রয়েছে সমগ্র দেশ।’ মমতা ও শুভেন্দুর মতো ‘হেভিওয়েট’ প্রার্থীর পাশে আলোচনায় রয়েছেন নন্দীগ্রামে সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও। দ্বিতীয় দফার ‘ভিআইপি’ প্রার্থীর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন সোহম চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ চট্টোপাধ্যায়, অশোক দিন্দা, ভারতী ঘোষ, মানস ভুঁইয়া, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ। চণ্ডীপুর আসনে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীকে লড়াইয়ে নামিয়েছেন মমতা। সোহমের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার রাজনীতিতে নবাগতা অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ভাগ্য পরীক্ষা। সদ্যই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তিনি, এবার বাঁকুড়া থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সায়ন্তিকা। বিজেপির টিকিটে অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায় লড়ছেন খড়গপুর সদরে। এই দফায় বিজেপি-র আরও এক তারকা প্রার্থী প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এই দফায় নজরে রয়েছে আর এক আসন ডেবরা। দুই প্রাক্তন আইপিএস অফিসারের লড়াই সেখানে। বিজেপি-র ভারতী ঘোষ বনাম তৃণমূলের হুমায়ুন কবীর। রাজনৈতিক সবং-এর মানস ভুঁইয়াও এই দফায় প্রার্থী। দীর্ঘ ৪০ বছর পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং থেকে লড়াই করে আসছেন তিনি।

দৈনিক করোনা-সংক্রমণে রেকর্ড, ৩,৯৫০ বেড়ে ব্রাজিলে ৩.২১ লক্ষাধিক মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ১ এপ্রিল (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা চিন্তা আরও বাড়াল ব্রাজিলে, নতুন করোনা-আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ব্রাজিলে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩ হাজার ৯৫০ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্তহয়েছেন ৮৯,২০০ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ২১ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ৯৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৮৮৬-তে পৌঁছেছে। করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮৯,২০০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১২,৭৫৩,২৫৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১,১৬৯,৯৩৭ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১২,৬১,৪৩৫ জন।

বিক্ষোভের মুখে ভারতী ঘোষ, আটক বিজেপির মণ্ডল সভাপতি

ডেবরা, ১ এপ্রিল (হি.স.): বুথে বুথে টহল দিলেন ডেবরার বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ আনলেন তিনি। তৃণমূল অবশ্য দাবি করেছে, ভোট শান্তিপূর্ণভাবেই হচ্ছে। এই আসনে তৃণমূলের হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে লড়াই ভারতীর। বৃহস্পতিবার সকালেই নিজের কেন্দ্রে ভোটপ্রক্রিয়া দেখতে বেরিয়ে পড়েন ভারতী। হরিহরপুর বুথের সামনের হনুমান মন্দিরে প্রথমে পুজো দেন তিনি। তার পর বিভিন্ন বুথ এলাকা ঘুরে দেখেন। ভারতী অভিযোগ করেছেন, ডেবরার একটি বুথে ভাঙচুর করা হয়েছে। নওয়াপাড়ায় ২২ নম্বর বুথের সামনে তাঁর পোলিং এজেন্টকে ঘিরে রাখে ১৫০ জনের বেশি তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। বিজেপি-র এজেন্টকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বারুনিয়ায় ভোটারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে তৃণমূলের প্রতীক। বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়েছে ভারতী ঘোষকে। সাধারণ ভোটাররা বললেন, বাইরে থেকে গুন্ডাদের ডেকেছে দলগুলি। আমরা স্থানীয়, আমরা কেন অশান্তি তৈরি করব। প্রার্থীরাই লোকেদের এখানে এনেছে, তিনিই (ভারতী ঘোষ) সমস্যা তৈরি করছেন। ডেবরা দক্ষিণের বিজেপি-র মণ্ডল সভাপতি মোহন সিং নামে এক বিজেপি এজেন্টকে বুথে বসতে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেন ভারতী। ভারতী বলেন, “লোকসভা নির্বাচনে কেশপুরে যে নাটক হয়েছিল, এ বার তার পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া যায় না।’ তৃণমূল বহিরাগতদের জড়ো করে বুথ দখল করছে বলেও দাবি করেন তিনি। বিজেপি-র মণ্ডল সভাপতি মোহন সিংকে পরে আটক করেছে পুলিশ।

৭২-হাজার ছাড়াল সংক্রমণ, ৪৫৯ বেড়ে ভারতে করোনায় মৃত্যু ১৬২,৯২৭ জনের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার বেড়েই চলেছে। বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭২,৩৩০ জন, এবছরের মধ্যে সর্বাধিক। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৫৯, মৃত্যুর সংখ্যাও সর্বাধিক। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৫.৮৪-লক্ষের (৪.৭৮) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতাও স্বস্তি দিচ্ছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪০,৩৮২ জন করোনা-রোগী। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৪,৭৪,৬৮৩ জন করোনা-রোগী (৯৩.৮৯ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৭২,৩৩০ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২২,২১,৬৬৫-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৫৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬২,৯২৭ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ০৫৫ জন (৪.৭৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৩১,৪৮৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬ কোটি ৫১ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৯৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২০,৬৩,৫৪৩ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটেন ছাড়া ইউরোপ ও আরও ১২ দেশ থেকে যাত্রী আনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করল বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ এপ্রিল (হি.স.): করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি ও এর ফলে প্রাণহানি বেড়ে যাওয়ায় ইংল্যান্ড ছাড়া গোটা ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের ১২টি দেশ থেকে বিমানপথে যাত্রী পরিবহন নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বেবিচক জানিয়েছে, যাওয়ায় ইংল্যান্ড ছাড়া গোটা ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল এবং আরও ১২টি দেশ - আর্জেন্টিনা, বাহরাইন, ব্রাজিল, চিলি, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, পেরু, কাতার, সাউথ আফ্রিকা, তুরস্ক, উরুগুয়ের থেকে আগামী ৩ এপ্রিল কোনও যাত্রী বাংলাদেশে আসতে পারবে না। আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। প্রসঙ্গত, দেশে করোনা সংক্রমণ প্রথম ধরা পড়ে গত বছরের ৮ মার্চ। প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় গত বছর বেশ কিছুদিন বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। মার্চের মাঝামাঝি করোনা সংক্রমণ আবারও বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় ইউরোপ ও ১২ দেশ থেকে বিমানে যাত্রী পরিবহন নিষেধাজ্ঞা দিল বেবিচক। তবে ইউরোপের ব্রিটেন এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় নেই।

ঢাকায় পথ অবরোধ রাইড শেয়ারিংয়ের মোটরসাইকেল চালকদের

ঢাকা, ১ এপ্রিল (হি.স.): করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় রাইডশেয়ারিং সার্ভিসের মাধ্যমে মোটরসাইকেলে যাত্রী তোলার ওপর সরকার নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকায় পথ অবরোধ করেছে বাংলাদেশের রাইড শেয়ারিংয়ের মোটরসাইকেল চালকরা।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কয়েশ’ মোটরসাইকেল চালক তাদের বাইক সড়কে রেখে বিক্ষোভ করেন এবং এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। পরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। শাহবাগ এলাকা অবরোধ করেন রাইড শেয়ারিংয়ের মোটরসাইকেল চালকরা।

এদিন বিক্ষোভকারীরা রাস্তা দখল করে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। সেই সঙ্গে মোটরসাইকেলের হর্ন বাজিয়ে তারা ‘হয়রানির’প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। এদিন বিক্ষুব্ধ চালকরা বলছেন, বাস, অটোরিকশাসহ অন্যান্য যানবাহনে যাত্রীরা যেখানে ‘গাদাগাদি’ করে যাচ্ছে, সেখানে করোনাভাইরাস ঠেকাতে মোটরবাইকে যাত্রীসেবা নিষিদ্ধ করা হল কেন?

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী তাইবুর রহমান বলেন, মহামারি শুরুর পর টিউশনি চলে যাওয়ায় তিনি কিস্তিতে মোটরসাইকেল কেনেন। রাইড শেয়ারিংয়ের আয় দিয়ে এতদিন লেখাপড়ার খরচ চলছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির দোহাই দিয়ে আমাদের সড়কে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। খরচ আসবে কোত্থেকে।

করোনা সংক্রমণ বাড়ায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) বুধবার এক চিঠিতে রাইড শেয়ারিং সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুই সপ্তাহ মোটরসাইকেলে রাইড শেয়ারিং সেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি অন্যান্য মোটরযানে রাইড শেয়ারিং সেবার ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে বলা হয় চিঠিতে।

নন্দীগ্রামে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ঘটনাস্থল থেকে ক্ষুব্ধ মমতার ফোন ধনকরকে

নন্দীগ্রাম, ১ এপ্রিল (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নন্দীগ্রামের একাধিক জায়গায় বিজেপির বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগ আসে তৃণমূলের তরফে। খবর পেয়ে বয়ালের একটি বুথে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে আটকে পড়েন তিনি। ওই বুথ থেকেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে ফোন করেন ক্ষুব্ধ মমতা। দুপুরে রেয়াপাড়ার ভাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বয়ালের ৭ নম্বর বুথের দিকে যান প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বুথেই সকাল থেকে কোনও তৃণমূলের এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ আসছিল। ছাপ্পা ভোট হয়েছে কাউকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। সেখানে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানান নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুথের ভিতরে যাওয়ার পরেই ভোটকেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল ও বিজেপির সমর্থকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিজেপির তরফে ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূলের নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সকাল থেকেই পুলিশের তরফে ৬৩ টি অভিযোগ জানানো হয়েছে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, আমরা আদালতে যাব। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী, র‍্যাফ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছিল ক্রমশ। বয়ালের ওই বুথের ভিতরেই আটকে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। বুথের বাইরে মারমুখি তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। বুথের বাইরে বিপুল বিজেপি কর্মীদের ”জয় শ্রী রাম” ধ্বনি ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে ফোন করেন।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের অভিযোগ, উত্তেজনা খড়গপুরে

খড়গপুর, ১ এপ্রিল (হি. স.) : খড়গপুর সদর কেন্দ্রের ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ভোটারদের বিজেপিতে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন খড়গপুর সদরের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকার। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বিজেপি-র তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার খড়গপুরের সিস্টেম টেকনিক্যাল স্কুলে ভোটের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকার। তাঁর দাবি, সকাল থেকেই সাধারণ ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন জওয়ানরা। বিজেপিতে ভোট দিতে বলে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যককে। অভিযোগ, বিষয়টি জানতে পেরে ওই স্কুলে পৌঁছে প্রদীপবাবু সমস্ত বৈধ কাগজ দেখানোর পরও বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। রীতিমতো তাঁকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই স্কুলের বাইরে জমায়েত করেন বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীরা। সেখানেই বচসায় জড়িয়ে পড়ে দুই শিবিরের সদস্যরা। জড়িয়ে পড়েন হাতাহাতিতেও। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পুলিশ।

আফগানিস্তানে ভেঙে পড়ল হেলকপ্টার, অফিসার-সহ মৃত্যু ৩ পুলিশ কর্মীর

কাবুল, ১ এপ্রিল (হি.স.): আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় হেলমন্দ প্রদেশের ভেঙে পড়ল একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার। চপার ভেঙে মৃত্যু হয়েছে এখন অফিসার-সহ ৩ জন পুলিশ কর্মীর। প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রধান আততাউল্লাহ আফগান জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হেলমন্দ প্রদেশের নাহরে সিরাজ জেলায়। গেরেশক জেলা থেকে টেকঅফ করেছিল হেলিকপ্টারটি, নাহরে সিরাজ জেলায় পৌঁছনোর পর চপার ভেঙে পড়ে।

ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন মহম্মদ ওয়ালি হকমল নামে একজন অফিসার, তিনিও হেলিকপ্টারে ছিলেন, চপার দুর্ঘটনায় তিনি ও আরও দু”জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও ৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছেন, আফগান বায়ুসেনার ব্ল্যাক হক চপার নাহরে সিরাজ জেলায় জরুরি অবতরণ করে। মনে করা হচ্ছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই এই বিপত্তি।

নিজের ও দলের জয়ে উপর ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বিজেপি প্রার্থী রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১এপ্রিল (হি.স) : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ পর্ব হয়েছে। বিধানসভার ২৯৪ টি আসনকে কেন্দ্র করে এবারের ৮ দফা নির্বাচন বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। একদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি(বিজেপি) পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার জন্য মরিয়া হয়ে নির্বাচন ময়দানে নেমে পড়েছে আর অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতা ধরে রাখাতে মরিয়া হয়ে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এরই মাঝে দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রবীণ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত নিজের জয়ের বিষয়ে এককথায় নিশ্চিত। কেননা তিনি মনে করেন, তার সবচেয়ে বড় নির্ভরযোগ্য জায়গায় মহিলা শক্তি। হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এবারের নির্বাচন নিয়ে বেশকিছু কথা এবং নিজের জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত বলে জানিয়েছেন। তার বেশ কিছু অংশ তুলে ধরা হল :

প্রশ্ন : এবারের দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্রে আপনার প্রতিদ্বন্দিতাটা কতটা চ্যালেঞ্জিং বলে আপনার মনে হয় এবং আপনি নিজের জয়ের ব্যাপারে কতটা নিশ্চিত?

উত্তর : হাওড়া দক্ষিণ কেন্দ্রতে নির্বাচনে লড়াই আমার কাছে কোন চ্যালেঞ্জিং বিষয় নয়। এবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে নির্বাচনের হাওয়া বইছে এবং বিশেষ করে, এবারে মহিলা শক্তি বিজেপির পক্ষে মজবুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে অনেকেই দাঁড়িয়েছে। আর এবার তো আরও বেশি জনসাধারণের সমর্থন ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে রয়েছে। বিশেষ করে মহিলারা এবার ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির পক্ষে এবং ফলে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। আর এর ফলে এবারে আমাদের জয় নিশ্চিত।

প্রশ্ন : গত লোকসভা নির্বাচনে আপনার পরাজয় হয়েছিল। এবারের নির্বাচনে কি আপনি আপনার প্রচারের রণনীতিতে পরিবর্তন এনেছেন ?

উত্তর : প্রত্যেক অসফলতা থেকে মানুষ এক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং লোকসভা নির্বাচনে এই হার আমাকে একটা শিক্ষা দিয়েছে। এইবার আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি জনসম্পর্ক তৈরি করে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকা চেষ্টা করেছি। এটা খুব ভাল লক্ষণ যে এবার আমার বিধানসভা কেন্দ্রের বহু মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করেছে। আর এই কারণে আমার মনোবল অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে।

প্রশ্ন : ভারতীয় জনতা পার্টি এবার পশ্চিমবঙ্গকে সরকার গঠন করার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতায় নেমেছে। আপনার কি মনে হয় এবার সেই লক্ষ্য পূরণ হবে?

উত্তর : এবার এই লক্ষ্য অবশ্যই পূরণ হবে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ অনেক বেশি ভীতসন্ত্রস্ত রয়েছে। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দেশজুড়ে যে উন্নয়নের কাজ করেছে, তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে। এছাড়া এবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের পাশাপাশি সোনার বাংলা গঠনে যে লক্ষ্য নির্ধারিত করা হয়েছে, যা বাংলার মানুষের মধ্যে সঞ্চার ঘটেছে। এর পাশাপাশি এবার এই নির্বাচনের আগে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদরা এবার বিজেপিতে যুক্ত হয়েছেন। ফলে এটা এরাজ্যে একটা পরিবর্তনের সংকেত। এবার নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, বিপুল জনসমর্থন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হতে চলেছে।

প্রশ্ন : আপনি একজন বরিষ্ঠ সাংগঠনিক কর্মী। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যারা যুক্ত হয়েছেন, তাদের কারণে দলের অন্দরে অন্তর্কলহ কি বেড়েছে? এতে কি আপনি মনে করেন যে দলের ক্ষতি হচ্ছে?

উত্তর : দলের কোনো কর্মী বা কার্যকর্তা অন্তর্কলহে মধ্যে নেই। যারা ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি)র সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দলের রীতি-নীতি মেনে কাজ করছেন। নতুন-পুরনো সবাই একসাথে কাজে নেমে পড়েছেন। তবে বোঝাপড়ায় সামান্য কিছু মতপার্থক্য থাকতে পারে, তবে সেগুলো এখন মিটে গিয়েছে। আর এরফলে দলের কাজ খুব ভালোভাবে চলছে। রাজ্যের যে সমস্ত মানুষ আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে ভীত, তারা তৃণমূল কংগ্রেস বা ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষ হোক না কেন, আজ সকলে ভারতীয় জনতা পার্টি পক্ষে কাজ করছেন।

প্রশ্ন : এবার নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে কি হবে ? আপনি কি মনে করেন মমতা ব্যানার্জি নাকি বিজেপির পরাজয় দেখা যাবে?

উত্তর : নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে এবার মমতা ব্যানার্জির হার নিশ্চিত। সম্প্রতি ওনার এক অডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে নন্দীগ্রামের স্থানীয় বিজেপি নেতাকে ফোন করে ভোটে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। আর এটাই একটা সংকেত যে নিজের জয়ের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন। এছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে যেভাবে ভাষা প্রয়োগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপরীত। প্রধানমন্ত্রীকে বাজে কথা বলা এবং নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষের নামে মিথ্যে মামলা দায়ের করা। এই সমস্ত কারণে নিশ্চিত রূপে এবার তার জবাব সাধারণ মানুষ ভোটের মাধ্যমে দেবেন।

প্রশ্ন : অভিযোগ উঠেছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষেরা বিজেপিতে এসে পরিস্কার হচ্ছেন। আপনার মতামত কি?

উত্তর : এমনটা নয়। যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তে এসেছেন তাঁরা জনতার জন্য কাজ করতে চাইতেন। কিন্তু তাদের দল কাজ করতে দিত না। আর এখন বিজেপি তাদের এই সুযোগ দিচ্ছে। এখন যদি দেখা যায় যে তাদের মধ্যে কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ যেমন তদন্ত চলছে সেটা চলবে।

প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি শতাধিক কার্যকর্তা রাজনৈতিক হিংসায় মৃত্যু হয়েছে। যদি বিজেপি সরকার গঠন করে, তাহলে কি এই হিংসার রাজনীতির ওপর লাগাম দেওয়া হবে ?

উত্তর : বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে গঠন হওয়ার পর অবশ্যই এই রাজনৈতিক হিংসার অপসংস্কৃতি বন্ধ করা হবে। আমরা বদলা নেব না, কিন্তু বিজেপির যে সমস্ত কর্মী রাজনৈতিক হিংসায় নিহত হয়েছেন বা খুন হয়েছে, সে বিষয়ে অবশ্যই তদন্ত হবে এবং হামলাকারীদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনকে ফ্রি-হ্যান্ড ক্ষমতা দেওয়া হবে, যাতে তারা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

বঙ্গে শুরু দ্বিতীয় দফার ভোট, নন্দীগ্রাম সহ ৩০ আসনে ভাগ্যপরীক্ষা প্রার্থীদের

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.): বৃহস্পতিতে বঙ্গেও শুরু হল বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট। বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলার ৩০টি বিধানসভা আসনে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। যে চারটি জেলায় বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ হচ্ছে সেই জেলাগুলি হল-বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বাঁকুড়ার তালড্যাংড়া, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস এবং সোনামুখীতে বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ চলছে। এদিনই ভোটগ্রহণ হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম এবং চণ্ডীপুর আসনে। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবথেকে বেশি নজরে রয়েছে নন্দীগ্রাম আসন, হাইভোল্টেজ এই আসন থেকে লড়ছেন তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের ৩৫৫টি বুথই স্পর্শকাতর। দ্বিতীয় দফায় ভোট চলছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর সদর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ও কেশপুর আসনে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা, পাথর প্রতিমা, কাকদ্বীপ ও সাগরে দ্বিতীয় দফায় ভোট চলছে। সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা পর্যন্ত।

দ্বিতীয় দফার ভোটে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আসনের দিকেই সবথেকে বেশি নজর রয়েছে।

তাই চিন্তায় রয়েছে নির্বাচন কমিশন। অশান্তির আশঙ্কা তৈরি হলে প্রয়োজনে গোটা নন্দীগ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করে ভোট করানোর ভাবনাও রয়েছে কমিশনের। নন্দীগ্রামে মোট পোলিং বুথের সংখ্যা ৩৫৫টি। এই কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বা প্রায় ১৬০০ জন জওয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়াও থাকবে রাজ্য পুলিশ। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলার ৩০টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণের জন্য মোতায়েন রয়েছে ৮০০ কোম্পানি বাহিনী।

দ্বিতীয় দফার ভোটে বঙ্গবাসীকে রেকর্ড সংখ্যক ভোট দেওয়ার আর্জি জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে বাংলায় টুইট করে মোদী লেখেন, ‘বাংলার জনগণের কাছে অনুরোধ, যাঁদের নির্বাচনীক্ষেত্রে আজ ভোটগ্রহণ হচ্ছে, তাঁরা রেকর্ড সংখ্যায় ভোটদান করুন’।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

‘প্রকৃত’ ডিজিটাল ইন্ডিয়া, প্রত্যন্ত গ্রামেও সহজলভ্য হবে ইন্টারনেট

ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার কথা বলে কেন্দ্র। করোনার পর থেকে বেড়েছে অনলাইন পড়াশোনার ঢল। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামে কী স্বচ্ছল ইন্টারনেট পরিষেবা? ইন্টারনেট নেই, তাই অনেক গ্রামের ছেলে মেয়েরই আজ পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। এমনটাই দাবী করছে এইচএফসিএল লিমিটেড আর ভিভিডিএন টেকনোলজিস।

এই দুই সংস্থা যৌথ ভাবে বানিয়েছে শক্তিশালী ওয়াইফাই যা প্রত্যন্ত গ্রামেও পরিষেবা দিতে সক্ষম হবে বলে দাবি করছেন তাঁরা। ভারতীয় ওয়াই-ফাই ব্র্যান্ড এইচএফসিএল লিমিটেডের আইও, প্রথম সারির প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ভিভিডিএন টেকনোলজিস এবং কোর সলিউশনস প্রোভাইডার-এর সাথে যৌথভাবে গ্রাম গড়ে তুলেছে। একত্রে দাবী করছে, এই মডেল গ্রামের সব মানুষ এবার দ্রুত গতির ওয়াই-ফাই পাবেন।

ফারুখ নগর তেহসিল, গুরুগ্রামে অবস্থিত গ্রাম বাসলাম্বির সংযোগ ব্যবস্থা এমনিতে বেশ খারাপ। এই মডেল গ্রামে দেখা যায় এইচএফসিএল আইও-রঅনুসারী ওয়াই-ফাই অ্যাক্সেস পয়েন্ট কোর সলিউশনস দ্বারা ইন্টিগ্রেটেড। হল দিল্লী আই আই টি-ভিত্তিক একটি স্টার্ট আপ। সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে মডেল তৈরির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রামবাসীরা এখন অনুসারী ওয়াই-ফাইতে যুক্ত হচ্ছেন, অ্যাপের মাধ্যমে বা মোবাইল ওটিপির মাধ্যমে অথেন্টিকেশন হচ্ছে এবং অতি দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন। ফলে ডিজিটাল সংযোগের মাধ্যমে সমস্ত প্রশাসনিক, শিক্ষাগত, বিনোদনমূলক এবং অন্যান্য পরিষেবার সুবিধা পাচ্ছেন।

দেশেই তৈরি সুরক্ষিত ওয়াই-ফাই সলিউশনের উপর নির্ভর করে এবং এই প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামে অতি দ্রুত ব্যাকহল সংযোগ আনার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পয়েন্ট টু পয়েন্ট রেডিও ব্যবহার করে এইচএফসিল ভিভিডিএন-এর বিশেষজ্ঞ ওয়ারলেস টিমের সাথে যৌথভাবে এক শক্তিশালী অতি দ্রুত গতির ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। এই নেটওয়ার্ক কোরের সাথে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে স্থানীয় মানুষের ব্যবহারের সুবিধার্থে এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা দিচ্ছে। এইচএফসিল-এর সমস্ত ওয়াই-ফাই এবং লাইসেন্সহীন ব্যান্ড রেডিও সলিউশনস মেকিং ইন ইন্ডিয়া করার ক্ষেত্রে প্রথম সারির প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ভিভিডিএন টেকনোলজিস হল পছন্দের ম্যানুফ্যাকচারিং সঙ্গী।

এইচএফসিএল-এর দৃঢ় বিশ্বাস আর কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতনেট উদ্যোগ দেশের প্রত্যেক কোনে ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার বাড়াবে। এই মডেল গ্রাম গড়ে তোলার সম্বন্ধে এইচএফসিএল-এর এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট শ্রী জিতেন্দ্র চৌধরী বলেন “এইচএফসিএলে আমরা সবচেয়ে উদ্ভাবনীমূলক মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোডাক্ট তৈরি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এমন মেক ইন ইন্ডিয়া প্রোডাক্ট, যা ইন্ডাস্ট্রিতে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ডগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই মডেল গ্রামটি আমাদের সরকারের আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন সফল করার পথে আরেকটি পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ ভারতে উচ্চমানের প্রযুক্তির প্রোডাক্ট ডিজাইন করা এবং নির্মাণ করায় আমাদের পারদর্শিতার প্রমাণ। ব্রডব্যান্ড সংযোগ না পাওয়া মানুষকে সংযোগের আওতায় নিয়ে আসার প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে প্রকল্পের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দেখানোরও এ এক প্ল্যাটফর্ম। ভারতকে উদ্ভাবনের কেন্দ্রস্থল বানানোর যে স্বপ্ন আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন, তা সফল করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।”

বাসলাম্বি গ্রামে ইন্টারনেটের ক্ষমতা নিজে পরখ করে ভিভিডিএন-এর সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা শ্রী ভুপেন্দর সাহারান বলেন “এখানকার ব্যবস্থা প্রকল্পের এক ব্যবহারযোগ্য মডেল এবং সারা দেশে এরকম অনেক ব্যবস্থার ব্লু প্রিন্ট হিসাবে এটা কাজ করবে। প্রকল্পের অঙ্গ এই উদ্যোগের লক্ষ্য এই অঞ্চলে ওয়ারলেস ইন্টারনেট সংযোগ আরো উন্নত করে “জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য” বাড়ানো। এই উদ্যোগ মসৃণ সংযোগ জুগিয়ে বাসলাম্বির বাসিন্দাদের ইন্টারনেটের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি আত্মনির্ভর করতে চায়। এটা প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন পূরণ করার দিকে আরো একটা পদক্ষেপ।”

প্রতিষ্ঠাতা সত্যম দরমোরা বলেন “ মডেল গ্রামে ইন্টারনেটের কর্মক্ষমতা আমাদের এই বিশ্বাসকে আরও জোরদার করল যে প্রকল্প আর আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবে।”

স্বাস্থ্যরক্ষায় মেডিটেশন কতটা কার্যকরকীভাবে কাজ করে

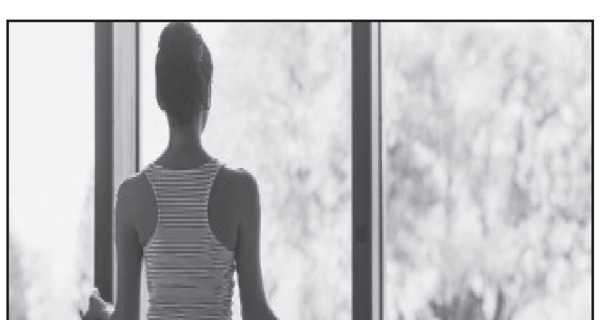

মহামারীর পর থেকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মনে যেভাবে নানারকম চিন্তা-ভাবনা, উত্তেজনা, উদ্বেগের উদ্ভব হয়েছে তাতে সকলের পক্ষেই বেঁচে থাকাটা কার্যতঃ চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই আবার এই চিন্তার বোঝা না বইতে পেরে নানাভাবে মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছেন। আবার ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে এখন আমরা সবাই নানাভাবে ক্ষতির মুখ দেখেছি।

এই পরিস্থিতিতে নিজেকে ভালো রাখতেই হবে। তার জন্যে যে সবসময়ে আপনাকে জিম যেতে হবে বা ঘাম ঝরানোর মতো ব্যায়াম করতেই হবে সেটা নয়। আপনি বাড়িতে বসেও নিজের সুস্থতার জন্যে ১৫ মিনিট সময় ব্যয় করতেই পারেন। এর জন্যে আপনাকে করতে হবে মেডিটেশন।

আরো পোস্ট- ব্যায়ামের রুটিন ভাগ করে নিন, চাপ বাড়বে না

প্রাচীন ভারতীয় যোগচর্চার অন্যতম অংশ ছিল এই মেডিটেশন। হালের সময়ে এই শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও সভ্যতার অনেক আগে থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা পাওয়ার জন্য সমস্ত ভাবনার শক্তি ও মনের একাগ্রতাকে এক জায়গায় এনে মনের শান্তি ফেরানোর এই পদ্ধতিই আপনাকে দিতে পারে সুস্থতার সন্ধান।

ধারণা করা হয় যে যারা নিয়মিত মেডিটেশন নিয়ে চর্চা করেন তারা নিজেদেরকে আরো ভালো বুঝতে পারেন। তারা স্বভাবের দিক দিয়ে অনেক শান্ত ও ধীর-স্থিরও হন। মনের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে চিন্তার উদ্ভব হলে আমাদের মন অকারণেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আবার হৃদস্পন্দনের হারও যায় বেড়ে। এটা একেবারেই আমাদের সুস্থতার জন্যে ভালো নয়। তাই রাগের উপর বা নিজের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে মেডিটেশন অভ্যেস করা উচিত ছোট থেকে বড়ো প্রত্যেককে।

মনের শান্তির জন্যে যে মেডিটেশন করা হয় তা কিছু পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে কাজ করে থাকে সেগুলি হলো একাগ্রতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং নিজের সম্পর্কে ধারণায় বদল ঘটে। যখন এই সমস্ত পদ্ধতি একসঙ্গে কাজ করে তখন আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণা বদলে যায়। চিন্তাশক্তি, আচার-আচরণ, একাগ্রতা সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ আসতে থাকে। একাগ্রতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা আমাদের শেখায় নিজেদের আশেপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনায় আমাদের মানসিক, ; পরিবেশগত ও আবেগগত প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকে।

এবার হাঁটতে হবে পিছন দিকে! মিলবে স্বাস্থ্যকর লাভ

শিরোনাম পড়ে চমকে উঠলেন তো? আমরা আজকাল দৌড়ঝাঁপের জীবনে নিজেদের সুস্থ রাখতে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠি। কিন্তু তার মধ্যেও যে টুকু আমরা পারি চেষ্টা করি স্বাস্থ্য ধরে রাখার। এর জন্যে শরীরচর্চার কোনো বিকল্প নেই যে তা আমরা সবাই জানি। রোজ সকালবেলা নিয়ম করে দুইবেলা হাঁটা এই শরীরচর্চার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু হাঁটা মানে আজ অবধি কেউই আমরা পেছন দিকে মুখ করে হাঁটিনি কখনো। এই নতুন হাঁটার ধরণ আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এই হাঁটার মধ্যে বিশেষ্যত্ব কী রয়েছে যে বিজ্ঞানীরা এর প্রতি জোর দিচ্ছেন? জানতে হলে পড়ুন নিচে।

মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতেই এই বিশেষ হাঁটা। প্রতিদিন নিয়ম করে যে কোনো কাজ করতে হলে একটা সময়ের পর একঘেঁয়েমি আসতে বাধ্য। তাই সেখানে একটু স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আসলে ক্ষতি কী? এই কারণেই দৈনন্দিন ব্যায়াম অভ্যাসের রুটিনে বদল আনার কথা বলেছেন গবেষকরা। এই বদল আনতে পারেন পেছন দিকে হাঁটার মধ্যে দিয়ে।

আরো পোস্ট- আলো জ্বালিয়ে ঘুমান রাতেজানুন কতটা খারাপ অভ্যেস

আমরা যেমন সামনের দিকে মাথা সোজা করে হাঁটি ঠিক সেই রকম ভাবেই আমাদের পিছনের দিকে মুখ করে হাঁটতে হবে। হাঁটার সময় সাবধান থাকবেন যেন কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগার ভয় না থাকে। আস্তে আস্তে হাঁটবেন প্রথমে। এরপর ধাতস্থ হয়ে গেলে স্পিড বাড়িয়ে

দেবেন। সকালে বা বিকেলে মর্নিং বা ইভিনিং ওয়াকের মতো করেই ২০ মিনিট হাঁটবেন। সাধারণ শরীরচর্চার মতোই ফল পাবেন এতে। কী কী লাভ হয় এর দ্বারা?

মানসিক দিক দিয়ে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে। কোন রকমের মানসিক দুশ্চিন্তা বা অবসাদ থাকলে তা থেকে শান্তি পাওয়া যায়। আবার হজমশক্তি বাড়িয়ে দেয়। মাংসপেশী সবল হয়। যারা অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা দূর হয়ে যায় এইভাবে হাঁটলে। ফলে ঘুমের সমস্যাও মীমাংসিত হয়ে যায়। সারাদিনের কাজের জন্যে মনের ও শারীরিক জোর পাওয়া যায়। আবার নতুন কিছু করার ইচ্ছে আরও বাড়ে।

৭৭ শতাংশ কমে অ্যামাজনে মিলবে ফিটন্যাস যোগ ম্যাট

অনেকে রোজ নিয়ম করে শরীর চর্চা করে থাকে। ডাক্তারাও শরীর চর্চা করার পরামর্শ দিয়ে থাকে। শরীর চর্চায় নানা রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কেউ জিমে গিয়ে শরীর চর্চা করে তো কেউ আবার যোগ ব্যায়মের মাধ্যমে শরীর চর্চা করে থাকে। জিমে হোক বা যোগ ব্যায়ম শরীর চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফিটন্যাস মান্ত্রা যোগা ম্যাট।

প্রায় সকলে জিম বা যোগ ব্যায়মে যাবার সময় এই ফিটন্যাস মান্ত্রা যোগ ম্যাট সঙ্গে নিয়ে থাকে। এই ফিটন্যাস মান্ত্রা যোগ ম্যাট দেখতে অনেকটা ব্যাগের মতো। এই ব্যাগ হালকা ওজনের হাওয়ায় তা বহন করতে সুবিধা হয়। এই ফিটন্যাস মান্ত্রা যোগ ম্যাট সঙ্গে থাকার ফলে যোগ ব্যায়ম করার সময় কোনো চোট লাগার সম্ভাবনা নেই। এই ম্যাট অনেক নরম ও মর্সিন হয়ে থাকে। সাবান বা সার্ফ দিয়ে এই যোগ ম্যাট পরিষ্কার করাও যায়। আর এই ফিটন্যাস মান্ত্রা যোগ ম্যাট নানা অফারে পাওয়া যাচ্ছে অ্যামাজনে।

অ্যামাজনে এই ম্যাটের উপরে নানা অফার দেওয়া হচ্ছে। অফলাইন বা দোকানে এই ম্যাত কিনলে তার দাম প্রায় অনেক টাকা পরে। তবে অ্যামাজনে এই ম্যাটের দাম অনেক কম করা হয়েছে। অ্যামাজনে ৭৭

শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে এই যোগ ম্যাটের উপরে। সাধারণত বিশেষ কিছু সময়ে অ্যামাজনে এই অফার দেওয়া হয়ে থাকে। তবে শরীর চর্চার এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসে নর্মাল সময়ে এই অফার দিয়েছে অ্যামাজন। কম দামের জিনিস কিনলে ডেলিভারি চার্জ লাগে সমস্ত অনলাইন ই-মার্কেটে।

অম্যাজন ফিটন্যাস মান্ত্রা যোগ ব্যামের ম্যাটে ৭০ শতাংশ দাম কমিয়ে দিয়েও কোনও ডেলিবারি চার্চ নিচ্ছে না এই বস্তুটিতে। তাই আর দেড়ি না করে শরীর চর্চা প্রিয় মানুষরা অ্যামাজন থেকে কিনে ফেলুন এই দরকারি জিনিস টি। কারণ মার্চ মাস অবদি মিলবে ফ্রি ডেলিবারি অফারটি।

ব্যায়ামের রুটিন ভাগ করে নিন, চাপ বাড়বে না

লক ডাউন পরবর্তী সময়ে এসে আমরা সবাই বুঝে গেছি যে নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে ফিট রাখা কতটা দরকার। তার সঙ্গে ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচারে পড়ে এটাও বুঝেছি যে বাড়ি ও অফিস একসঙ্গে সামলানো চাট্টিখানি কথা একেবারেই নয়।

সারাদিন চেয়ারে বসে একটানা কাজ করলে ওজন বাড়া তো সাধারণ ঘটনা। এছাড়াও ফলস্বরূপ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে নানা রোগ। তার চেয়েও বড়ো একটি তথ্য সামনে এসেছে। সেই কথা হচ্ছে যে সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষা থেকে যে ফল পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা গিয়েছে যে দিনে একবার মাত্র ব্যায়াম করা এবং সারাদিন চেয়ারে কাজ করে বসে কাটালে তেমন কোনো শারীরিক বা মানসিক লাভ হয় না। শরীরকে সারাদিন ধরে সুস্থ রাখতে আমরা যেমন সারাদিন ধরে খাদ্য গ্রহণ করি তেমন সারাদিন বসে বসে থেকে শুধু একটা সময়ে ব্যায়াম করলে কোনো লাভ হবে না। তাই নতুন গবেষণা বলছে যে কাজের সময় ভাগ করার মতোই আপনাকে নিজের ওয়ার্কআউটের সময়ও ভাগ করে নিতে হবে। আরো পোস্ট-চাকরি থাকবে কিনা বুঝতে পারছেন নাকী করবেন অনেক মহিলা বা পুরুষ যাদেরকে সংসারটাও সামলাতে হচ্ছে তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে ঘর পরিষ্কার, কাপড় কাঁচা, রান্না করা এমন কাজও করছেন। এতেও শরীরের ব্যায়াম হচ্ছে। এর পরে যদি কাজ থেকে ৪৫ মিনিটের একটা ব্রেক নিয়ে ভালোমতো পুরোপুরি ঘাম ঝরানোর শরীরচর্চা করা যায় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু এটা আপনি তখন করতে পারবেন যখন আপনি কাজ থেকে ব্রেক বা অবসর নিতে পারবেন। সবক্ষেত্রে সেটা সবসময় করা যায় না। সেক্ষেত্রে কী করবেন? চেষ্টা করুন প্রতি এক ঘণ্টা কাজ করার পর তিন মিনিটের ব্রেক নিতে। এই তিন মিনিটের মধ্যে এক মিনিট আপনি কোনও ইনটেন্স ব্যায়াম করে নিন। যেমন একবারও না থেমে পাঁচটি বারপিস, তার পরে আবার দশটি জাম্পিং জ্যাক, সেই সঙ্গে দশটি স্কোয়াট, আবার কখনও সিঁড়িতে উপর-নিচ করে এলেন ১০ বার। এভাবে নিজে সাজিয়ে নিন যে আপনি কতক্ষণ ব্রেক নিতে পারবেন। সারাদিনে যেন অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করতে পারেন সেই রুটিন আপনাকে বানাতে হবে।

পায়ের ব্যায়ামে এই ভুলগুলি করছেন না তো

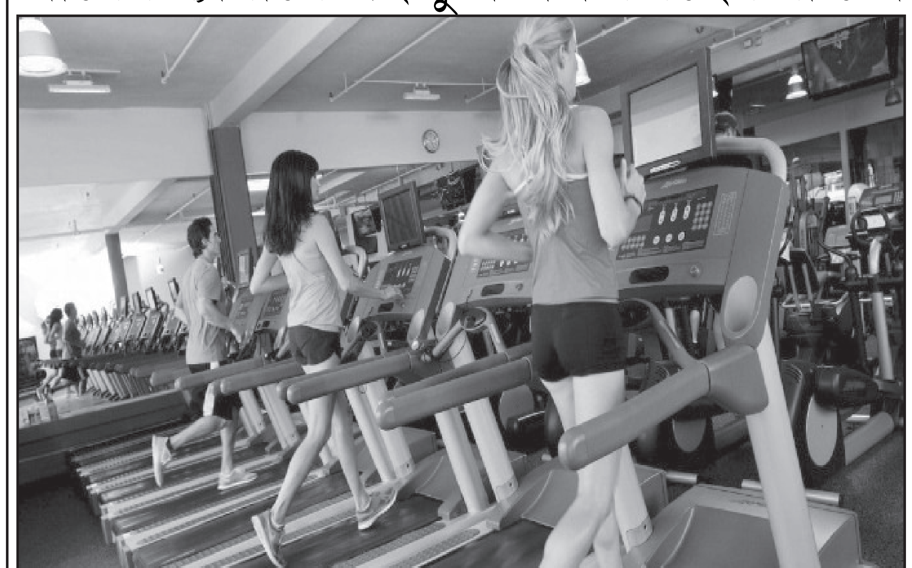

আজকাল আমরা দৌঁড়াদৌড়ির মধ্যে থেকে নিজেদের নানা দায়িত্ব সামলাতে ভুলে যাই। কিন্তু দিনের শেষে নিজেদের মানসিক ও শারীরিক বিশ্রাম ও শান্তির জন্যে নিজেদেরকেই ভাবতে হবে। তাই নিজেদের সুস্থতায় আপনারা রোজ একটু হলেও করুন শরীরচর্চা বা ব্যায়াম। শরীরচর্চা বলতেই অনেকে ভাবেন জিমের কথা। কিন্তু জিম না করেও নিয়মিত রাখা যায় নিজেদের পেশী শক্ত ও সুস্থ। এর প্রমাণ জিমপ্রেমীরা পেয়েছেন লক ডাউনে। তারা বাড়িতেই করেছেন এই সময়টায় জিম। কিন্তু আপনারা যারা বাড়িতে শরীরচর্চা করেন জিমের মতো, তারা অনেকেই ঠিক মতো জিমের নিয়ম মেনে ব্যায়াম করতে পারেন না। তারা জানেন না সেই নিয়মগুলি।

১. পায়ের মাসলগুলো যেহেতু আকারে বড়ো হয় তাই ব্যায়াম করতে গেলেই ব্যথা হবে মাসেলে। কিন্তু এতে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। ব্যায়াম করার আগে একটু ওয়ার্ম আপ বা স্ট্রেচ করে নিন। হাঁটু গুলিকে নজরে রেখে যাবতীয় ব্যায়াম করবেন। নি-গার্ড পরে নিতে পারেন।

আরো পোস্ট- স্নানের জলে মেশান এই কয়েকটি জিনিস, ত্বকে ফিরবে জেল্লা

২. ব্যায়ামের উপযোগী জুতো পরা উচিত ব্যায়াম করার সময়। এতে আপনাদের পা সুরক্ষিত থাকবে। জুতোর সঙ্গে সুতির মোজা পরাটাও খুব জরুরি এটা অনেকেই জানেন না। তবে এতে নাকি পায়ের নিরাপত্তা বজায় থাকে। জিমের জন্যে উপযুক্ত জুতো আপনার নেই? আপনি খুঁজছেন? চিন্তা করবেন না। আপনাদের জন্যে রইলো একটি লিংক। এখানে ক্লিক করে আপনারা পছন্দের ব্যায়ামের জুতোটি বেছে নিতে পারেন।

৩. স্কোয়াট আর লাঞ্জেস জিমের এই দুটি ব্যায়াম পায়ের জন্যে খুব ভালো ব্যায়াম। ইনস্ট্রাক্টর ছাড়া প্রথম প্রথম একা একা ব্যায়াম করবেন না। অনলাইন ক্লাস করলেও ট্রেনার নিয়ে নেবেন। তিনি আপনাকে যাবতীয় খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেবেন। বিশেষ করে যারা বয়স্ক তাদেরকে বুঝেশুনে করা উচিত ব্যায়াম। পায়ের ব্যায়াম করার আগে ও পরে স্ট্রেচিং করা উচিত সবসময়। প্রতিদিন এমন ব্যায়াম করবেন না। বিশ্রাম দিন পায়ের পেশিগুলিকে। আবার ব্যায়াম করবেন না সেদিন ৩০ মিনিট মতো হাঁটাচলা করতে পারেন আপনি। এতেও সচল থাকবে পেশী।

ফেমিনাইন হাইজিনের জন্য এসে গেল বিশেষ স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট

ফেমিনাইন হাইজিন ভারতে দ্রুত ক্রমবর্ধনমান সমস্যা। আজও অনেক মহিলা অন্তরঙ্গ যত্নের জন্য একটি বিশেষ সমাধান ব্যবহারের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন নন। এছাড়াও, খারাপ স্বাস্থ্যবিধি প্রায়শই মহিলাদের মধ্যে সংক্রমণের দিকে নিয়ে যায়। তাই এসে গেল এক বিশেষ স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট। পিরামল ফার্মা লিমিটেডের কনজিউমার প্রোডাক্টস বিভাগ মেয়েদের জন্য ‘আই-ফিল জেন্টল ইন্টিমেট ওয়াশ লঞ্চ করেছে। পণ্যটি প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে এবং সমস্ত শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। পিরামল এর ‘আই-ফিল’ ইন্টিমেট ওয়াশটি সালফেট, প্যারাবেন এবং অ্যালকোহল মুক্ত, ফলে এটি কোনও মহিলার অন্তরঙ্গ অঞ্চলের জন্য নিরাপদ বলে দাবী সংস্থার। এটিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে যা যোনির পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং এটি নিম, তুলসী এবং চা গাছের তেল দিয়ে সমৃদ্ধ যা যেকোনো সংক্রমণ এবং জ্বালা থেকে সুস্থ রাখে। এই বিষয়ে পিরামল ফার্মা লিমিটেডের চেয়ারপারসন নন্দিনী পিরামল মন্তব্য করেন , “আমরা নিশ্চিত যে পিরামলের ‘আই-ফিল’ নারীদের অন্তরঙ্গ স্বাস্থ্যবিধি প্রয়োজনীয়তার জন্য নিশ্চিন্ত নিরাপদ সমাধান নিয়ে আসবে। শীর্ষস্থানীয় বলিউড অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতমের সাথে আমাদের সম্পর্ক ‘আই-ফিল’ কে আধুনিক ভারতীয় মহিলার দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে তুলে ধরবে।” সংস্থাটি ‘আই-ফিল’-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম। পিরামলের ‘আই-ফিল’ এর সাথে তার যোগসূত্র সম্পর্কে ইয়ামি গৌতম বলেন, “অন্তরঙ্গ স্বাস্থ্যবিধি একজন মহিলার সামগ্রিক সুস্থতায় মূল ভূমিকা পালন করে। আমি পিরমালের ‘আই-ফিল’ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট, একটি মৃদু অন্তরঙ্গ ওয়াশ যা আজকের মহিলার প্রয়োজনীয়তা বোঝে এবং কটু গন্ধ, সংক্রমণ এবং জ্বালা রোধ করতে ও প্রতিদিনের অন্তরঙ্গ স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে সহায়তা করে।”

অন্তরঙ্গ স্বাস্থ্যবিধি ব্যক্তিগত হাইজিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অন্তরঙ্গ স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা মহিলাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী, কেবল পরিষ্কার এবং সতেজ বোধ করা নয়, পাশাপাশি মূত্রনালীর সংক্রমণের মতো গুরুতর সমস্যা এড়াতেও। আমাদের দেহের ব্যক্তিগত অঞ্চলে টিস্যু থাকার কারণে স্বাস্থ্যবিধি বা অতিরিক্ত সাফাই উপেক্ষা করাও জ্বালা ও সংক্রমণ হতে পারে।

প্রচারমাধ্যমকে আক্রমণে 'মমতা বেগমের দুধেল বাহিনী'কে তোপ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি. স.) : কেশপুরে আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম। গুনহারা গ্রামে বুথ দখলের খবর পেয়ে সেখানে খবর করতে যেতেই একটি বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমের গাড়ি ঘিরে ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেন, "জঙ্গলের রাজত্ব চলছে, মমতার দুধেল বাহিনী হামলা চালিয়েছে"। ওই হামলার ঘটনা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, খবরটা পরে জেনেছি। এখানে পুলিসের যে সিআই দায়িত্বে রয়েছেন শীর্ষেন্দু দাস সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে গিয়েছে ওদের উদ্ধার করে আনবে। মিডিয়ার উপরে হামলা হয়েছে। জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। আমার উপরে পাথর ছোঁড়া হয়, হামলা হয়। এটা আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এই জন্যই আমাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। সব ঠিক আছে।"

শুভেন্দুবাবু বলেন, "সাংবাদিকরা তো কোনও দলের লোক নন। এদের কারও ভোটও এখানে নেই। সবাই বাইরের লোক। এদের উপরে কেন হামলা? যারা গাড়ি ভাঙচুর করেছে তারা মমতা বেগমের দুধেল বাহিনী ওদের আমি ভালোভাবে চিনি। এরকমই ওরা করে থাকে। আমার কোনও অভিযোগ নেই। আপনারা দেখান। ওদের চরিত্রটা তুলে ধরুন। সুফিয়ান বাহিনী ফেল।"

উল্লেখ্য, এদিন সকালে কেশপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রীতীশরঞ্জন কোঙার জানতে পারেন, গুনহারা এলাকায় বুথ দখল করা হয়েছে। সেই খবর পেয়ে সেখানে যান বিজেপি প্রার্থী। খবরের সত্যতা জানতে ঘটনাস্থলে হাজির হয় একটি বাংলা চ্যানেল। এর পরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে একদল লোক। তাদের হাতে দা, কাঠারি, লাঠি, বাঁশ। মহিলারাও এগিয়ে আসেন। সাংবাদমাধ্যমের গাড়ি দেখে তারা এগিয়ে এসে বলে, "বিজেপির হয়ে খবর করতে এসেছিস! তৃণমূলের বিরুদ্ধে খবর করবি।" সাংবাদিক মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য নিজের পরিচয় দিলেও গুরুত্ব দেয়নি দুষ্কৃতীরা। এরপরই চারদিক থেকে গাড়ি ঘিরে চলে কাঁচ ভাঙচুর। বাঁশ দিয়ে বেদম পেটানো হয় গাড়িকে। গাড়ির অধিকাংশ কাচই গুঁড়িয়ে যায়। ওই ঘটনায় হাতে চোট লেগেছে ক্যামেরাম্যানের। এলাকার এক তৃণমূল নেতার নাম করে রক্ষা পান মৈত্রেয়ী। গাড়িটি ওই এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি জানার পর কেশপুরে পুলিসকে পাঠায় নির্বাচন কমিশন। নামানো হয়েছে বিশাল বাহিনী। গোটা এলাকায় চলছে তল্লাশি। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে ৯ জনকে।

কেশপুরে কুপিয়ে খুন তৃণমূল কর্মী পুলিশের জালে ৮ সন্দেহভাজন

কেশপুর, ১ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা ও হত্যালীলা থামছেই না। এবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে, নির্মমভাবে খুন করা হল একজন তৃণমূল কর্মীকে। কেশপুর ব্লকের ৪ নম্বর অঞ্চলের অন্তর্গত দাদপুর গ্রামের হরিহর চক বুথ এলাকার ঘটনা। নিহত তৃণমূল কর্মীর নাম-উত্তম দলুই। তাঁকে ছুরি দিয়ে কোপানো হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে দাবি নিহতের পরিবারের। যদিও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন।

নিহত তৃণমূল কর্মী উত্তম দলুই তৃণমূলের বুথ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তৃণমূল কর্মীর পরিবার জানিয়েছে, বুধবার রাতে ভাত খেতে বসেছিলেন উত্তম। সেই সময় বাড়িতে ঢুকে এসে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। রাত তখন এগারোটা হবে। টেনে হিঁচড়ে উত্তমকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। বাড়ির বাইরে একটি সাঁকোর কাছে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে। তার পর পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়। একাধিক বার ছুরি দিয়ে কোপানো হয় উত্তমকে। তার পর তাঁর পেটে আস্ত ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এত জোরে আঘাত করা হয় যে, ছুরির ফলা পেটে ঢুকে গেলেও, হাতলটি বাইরে থেকে যায়। বিজেপি আশ্রিত প্রায় ৩০-৩৫ জন দুষ্কৃতী মিলে হামলা চালায় বলে অভিযোগ উত্তমের পরিবারের। তাঁরা জানিয়েছেন, হামলার পর গুরুতর জখম অবস্থায় মেদিনীপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তমকে। কিন্তু সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বন্দুকবাজের হামলা, মৃত চার

ক্যালিফোর্নিয়া, ১এপ্রিল (হি.স) : ক্যালিফোর্নিয়ায় এলোপাথারি গুলি চালানোর ঘটনায় ইতিমধ্যে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। পুলিশের পালটা গুলিতে বন্দুকবাজও জখম হয়েছে বলে খবর। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে লস অ্যাঞ্জেলসের অরেঞ্জ এলাকায়। আচমকাই একটি দোতলা বাড়ি থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এক বন্দুকবাজ ওই বাড়িটিতে ঢুকে এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে দেয়। অতর্কিত হামলায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন অনেকে। রক্তে ভেসে যায় গোটা এলাকা। খবর পেয়ে ছুটে আসেন পুলিশ কর্মীরা। তাঁরা প্রথমে বন্দুকবাজকে আত্মসমর্পন করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু বন্দুকবাজ তাঁদের নির্দেশ মানেনি। ফলে গুলি চালায় পুলিশ। পুলিশের গুলিতে জখম হয়েছে বন্দুকবাজ। স্থানীয় হাসপাতাল সূত্রে খবর, গুরুতর জখম অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে এক শিশু-সহ মোট চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভোট নিয়ে টুইট তসলিমা নাসরিনের

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের ভোট নিয়ে বৃহস্পতিবার টুইট করলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

তিনি লিখেছেন, মুজাঃফর আমার উদারপন্থী, মুক্তচিন্তার এক বন্ধু। আমি ভেবেছি ও তৃণমূল অথবা সিপিএমকে ভোট দেবে। চিন্তু ওঁকে ফোন করে জানলাম ভোট দেবে বিজেপি-কে। কেন? মহিলা-বিরোধী ইসলামী আইন মুছে ফেলা উচিত। আর, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির রূপায়ণ অবশ্যই দরকার। বিজেপি ছাড়া অন্য দল এসব পারবে না।"প্রসঙ্গত, ২০১৯-এর ১৭ আগস্ট তসলিমা নাসরিন প্রকাশ্যেই দাবি করেছিলেন ৩৭০ ধারার পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিলুপ্ত হোক ইসলামিক আইন। সে সময়ে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর পুনর্জন্ম হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের। 'এক দেশ এক সংবিধান'-এ আরও ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ। দেশের বৃহদাংশের এমন মতামতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তসলিমা বলেন, তিনি এবার চান এই প্রক্রিয়াতেই 'ইসলামিক ল' বা মহিলা-বিরোধী শরিয়া আইনও তোলার ব্যবস্থা করা হোক।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নতুন করে যাতে রাজনৈতিক হিংসা না ঘটে তাই ঝাড়গ্রাম বসানো হল পুলিশ ক্যাম্প

ঝাড়গ্রাম, ১ এপ্রিল (হি. স.) : নতুন করে আর যেন রাজনৈতিক হিংসা না ঘটে তার জন্য এলাকায় বসানো হল পুলিশ ক্যাম্প। নির্বাচনের আগে এবং পরে একটি এলাকাতেই বিজেপি ও তৃণমুলের মধ্যে চলছে মারধরের ঘটনা।তার জেরে প্রাণ গেছে উভয় পক্ষের দুজনের।তার পরেও হিংসা থামেনি।এবার ওই এলাকায় উত্তেজনা যাতে না থাকে এবং রাজনৈতিক হানাহানি যাতে ঠেকানো যায় তার জন্য পঞ্চায়েত অফিসে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হল।একজন অফিসারের নেতৃত্বে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম থানার আগুইবনি গ্রামপঞ্চায়েতে অফিসে বসেছে পুলিশের এই ক্যাম্প।

অন্যাদিকে মঙ্গলবার এই আগুইবনি অঞ্চলের একতাল গ্রামে রংএর কাজ করতে গিয়ে বিজেপির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ছিলেন উৎপল নায়েক নামে তৃণমূলের এক কর্মী।ওই ঘটনায় পাঁচজনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ঝাড়গ্রাম থানায়।কিন্তু এখনো অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয় নি।তারা পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। তৃণমূল কর্মী উৎপল বাবুর বাড়ি আগুইবনি গ্রামে।তিনি ঘটনার দিন এলতাল গ্রামে গিয়েছিলেন রংএর কাজ করতে।অভিযোগ তাকে বিজেপির লোকজন জোর করে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রচন্ড মারধর করে গ্রামের জমিতে ফেলে দিয়েছিল।পুলিশ ও গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান।

উল্লেখ্য গত ২১ মার্চ আগুইবনী গ্রামের তৃণমূল কর্মী দূর্গা সরেন তার স্ত্রীকে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার সময় অশ্লীল ভাষায় কটুক্তি করে বিজেপি কর্মীরা। পরে ওই দিন বিকেলে গ্রামের অন্যান্য মানুষজনদের সাথে নিয়ে আগুইবনী বাজারে প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে তৃণমুল কর্মী দূর্গা সরেনকে খুন করে পাশের পুকুর পাড়ে ফেলে দেয় বিজেপি বলে অভিযোগ ছিল। ওই মারামারির ঘটনায় এক বিজেপি কর্মীও আহত হয়েছিলেন। কয়েক দিন চিকিৎসা চলার পর বিজেপির ওই কর্মীরও মৃত্যু হয়েছিল।ওই ঘটনায় উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছিল।।ওই ঘটনার আগেও একবার আগুইবনিতে মারামারি ঘটনায় এক তণমূল কর্মী আহত হয়েছিল বিজেপির হাতে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার আবারও মারধরের ঘটনা ঘটায় পঞ্চায়েত অফিসে পুলিশ ক্যাম্প বসল।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলা পুলিশের এক অধিকারি বলেন ' আগুইবনি পঞ্চায়েত অফিসে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।আপাতত পুলিশ ক্যাম্প থাকবে।অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়নি।তাদের খোঁজে তল্লাশী চলছে।' এবিষয়ে আগুইবনী অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি জগদীশ মাহাত বলেন, 'বিজেপি এলাকায় টানা সন্ত্রাস চালাচ্ছে এর আগেও এক তৃণমূল কর্মী কে খুন করেছে ওরা।এখন পঞ্চায়েত অফিসে পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। আশা করছি এবার বিজেপির সন্ত্রাস কমবে' ।হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

নদিয়ার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনগুলিতে আশাবাদী সংযুক্ত মোর্চা

নদিয়া, ১ এপ্রিল (হি. স.) : পাঁচ বছরে নদী গুলি দিয়ে গড়িয়েছে অনেকটাই জল। গত বিধানসভায় নদিয়া জেলার ১৭টি কেন্দ্রের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ১৩টি। কংগ্রেস জেতে তিনটিতে। কৃষ্ণনগর উত্তরে কংগ্রেস ছিল দ্বিতীয় স্থানে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে বাম যেতে একটিতে। যদিও কংগ্রেসের তিনজন পরে যোগ দেন তৃণমূলে। গত লোকসভা ভোটে দু''টি আসনের মধ্যে রানাঘাটে বিজেপি ভাল ব্যবধানে

জয় পেয়েছিল। আবার গত বিধানসভা ভোটের ফলের নিরিখে আশাবাদী সংযুক্ত মোর্চাও। বিশেষ করে, জেলার মুসলিম অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে তারা ভাল ফলের আশা রাখছে। আইএসএফকে তিনটি আসন ছেড়েছে বাম।

অন্যদিকে, তৃণমূল স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্য সাথী, কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্প বা দুয়ারে সরকার পাড়ায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচির সাফল্যের হাত ধরে লোকসভার তুলনায় ভালো ফলে আশাবাদী। বিধানসভাওয়াড়ি চোখ রাখলে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

করিমপুর: তৃণমূলের বর্তমান জেলা সভানেত্রী গত বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকে জিতে ছিলেন। সিপিএমের সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ ছিলেন দ্বিতীয় স্থানে। আর বিজেপির শুভাশিস ভট্টাচার্য ছিলেন তৃতীয় স্থানে। পরে অবশ্য মহুয়া মৈত্র সাংসদ হওয়ার পর উপনির্বাচনে বিমলেন্দু সিংহ রায় তৃণমূল প্রার্থী হয়ে জয় ধরে রাখতে পেরেছিলেন। এবারও বিমলেন্দু সিংহরায় তৃণমূল প্রার্থী। সংযুক্ত মোর্চা সিপিএমের প্রভাস মজুমদারকে পার্থী করেছে। বিজেপির প্রার্থী সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ। এবারও নিজেদের জয় ধরে রাখার ব্যাপারে তৃণমূল যথেষ্ট আশাবাদী।

তেহট্ট: গতবার জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের গৌরী শঙ্কর দত্ত। সিপিএমের রঞ্জিত কুমার মন্ডল হয়েছিলেন দ্বিতীয়। আর তৃতীয় বিজেপির অর্জুন কুমার বিশ্বাস। এবার ঘটেছে পালাবদল। গৌরী শঙ্কর দত্ত মাত্র কয়েক দিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী না হতে পেরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিন। যদিও তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রার্থী হওয়ার দাবি তিনি জানাননি। এই কেন্দ্রে এবার বিজেপির প্রার্থী আশুতোষ পাল। তৃণমূল প্রার্থী করেছে তাপস কুমার সাহাকে। সংযুক্ত মোর্চার সিপিএমের প্রার্থী এখানে সুবোধ বিশ্বাস। এই আসনে লড়াই এবার কঠিন সব দলের কাছেই।

পলাশিপাড়া: গতবার জিতেছিলেন তৃণমূলের তাপস কুমার সাহা। সিপিএমের এসএম সাদি হয়েছিলেন দ্বিতীয়। বিজেপির বিভাস চন্দ্র মন্ডল তৃতীয় স্থানে ছিলেন। এবার এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্য। সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী হয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ সাদি। বিজেপি এবারও বিভাস চন্দ্র মন্ডলকেই প্রার্থী করেছে। এখানেও কঠিন লড়াইয়ের সম্ভাবনা।

কালীগঞ্জ: ভোটারদের বড় অংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। গতবার জিতেছিলেন কংগ্রেসের হাসানুজ্জামান শেখ। তৃণমূলের প্রবীণ রাজনীতিবিদ নাসিরুদ্দিন আহমেদ ছিলেন দ্বিতীয় স্থানে। বিজেপি-র সৈকত সরকার হয়েছিলেন তৃতীয়। হাসানুজ্জামান শেখ পরে তৃণমূলে যোগ দান। যদিও তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী করেনি। এবার তৃণমূল প্রার্থী আইনজীবী নাসিরুদ্দিন আহমেদ। আসনটি সংযুক্ত মোর্চা এবার কংগ্রেসকে ছেড়েছে। কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন

আবদুল কাসেম। বিজেপির প্রার্থী অভিজিৎ ঘোষ। তৃণমূল মুসলিম ভোটে ভরসা করে আসন পুনর্দখলে আশাবাদী। বিজেপি অন্য অঙ্ক কষছে।

নাকাশিপাড়া: দীর্ঘদিনের বিধায়ক প্রবীণ রাজনীতিবিদ

কল্লোল খাঁ এবারও তৃণমূলের হয়ে লড়াইয়ে। গতবার সিপিএমের তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিতীয় আর বিজেপির অনুপ কুমার মন্ডল তৃতীয় হন। প্রার্থী শুক্লা সাহা চক্রবর্তীকে নিয়ে সিপিএমের একাংশের মধ্যে অবশ্য ক্ষোভ রয়েছে। তন্ময় বাবু নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন। সেই কারণে সিপিএম তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারও করেছে। বিজেপি এখানে এবার সান্তনু দেবকে প্রার্থী করেছে। বহু স্থানীয় ইস্যু ভোটের লড়াইয়ে প্রভাব ফেলতে পারে।

চাপড়া: মুসলিম অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্র। গতবার জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের রুকবানুর রহমান। দ্বিতীয় হন সিপিএমের সামসুল ইসলাম রহমান মোল্লা। তৃতীয় বিজেপির সতীর্থ চক্রবর্তী। তৃণমূল এবারও প্রার্থী করেছে রুকবানুকেই। ভূমিপুত্র জেবের শেখকে প্রার্থী না করায়

ক্ষোভ জানিয়ে পথ অবরোধও করেছিলেন তাঁর অনুগামীরা। তাঁকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য দেওয়াল লিখন শুরু করেছেন। সংযুক্ত মোর্চার লড়ছেন আইএসএফ প্রার্থী কাঞ্চন মৈত্র। কেন্দ্র দখলে রাখায় তৃণমূলের পথে কিছুটা হলেও কাঁটা অবশ্যই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

শান্তিপুর: প্রবীণ রাজনীতিবিদ তৃণমূলের অজয় দেকে হারিয়ে জিতেছিলেন আইনজীবী কংগ্রেসের প্রার্থী অরিন্দম ভট্টাচার্য। সেটা ছিল একটা বড় চমক। অরিন্দম মাঝে তৃণমূল ঘুরে কয়েকদিন আগে যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। এবারও তৃণমূল প্রার্থী এলাকার পরিচিত মুখ অজয় দে। কংগ্রেস এখানে ঋজু ঘোষালকে প্রার্থী দিয়েছে। ফলে জোট নিয়ে কিছুটা অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছে। বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে প্রার্থী করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। সোয়েল

শেষ মুহূর্তে বিজেপির রোড শো বাতিল করল প্রশাসন প্রার্থীকে নিয়ে পায়ে হেঁটে প্রচার করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

কলকাতা, ১এপ্রিল (হি.স) : জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌজিত সিংহের সমর্থনে রোড শো করতে এসেও ফিরতে হল কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেলকে। কারণ রোড শো-এর অনুমতি শেষ মূহুর্তে মেলেনি। ফলে পায়ে হেঁটেই প্রচার করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জলপাইগুড়ির শান্তিপাড়া এলাকা থেকে সৌজিত সিংহের সমর্থনে ওই রোড শো হওয়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরও হয়েছিলেন প্রহ্লাদ প্যাটেল। কিন্তু পুলিশ জানিয়ে দেয় ওই সময় তৃণমূলের একটি কর্মসূচি রয়েছে। ফলে বাধা পেয়ে ফিরে যান তিনি। কর্মসূচি বাতিল হওয়া নিয়ে প্রহ্লাদ প্যাটেল সাংবাদিকদের বলেন, সকাল ১১টার সময় আমাদের রোড শো-এর সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা বাতিল করা হয়েছে। এর নিন্দা করছি। প্রশাসন যা করছে তারা বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে। মানুষ এখনও অপেক্ষা করছে। আমাদের প্রচার চলবে।

অন্যদিকে, জেলা তৃণমূলের এক নেতা বলেন, আমাদের ১১টা থেকে রোড শো-এর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তা শেষপর্যন্ত তৃণমূলকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের জন্য ৪টে থেকে সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। তা আমাদের জানানোও হয়নি। এখন আমার আমাদের নেতাকে নিয়ে শহরের ব্যবসায়ী মহলে ভোটের প্রচার করব। সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করে প্রহ্লাদ প্যাটেল প্রার্থী সৌজিতকে নিয়ে পায়ে হেঁটে রাস্তায় ভোট প্রচার করেন। এদিন তিনি জেলা কার্যালয় থেকে জলপাইগুড়ি দিন বাজার এলাকার পি সি শর্মা মোড় পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে প্রচার সারেন। এদিন প্রচারে ব্যাপক সাড়া পান তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দেখতে দোকান, বাড়ি ছেড়ে লোকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। এদিকে এনিয়ে জেলা পুলিস সুপারের কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার আইসি জানান, গোটা বিষয়টি উপরতলার ব্যাপার। এনিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।

বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে আক্রমণ মনগড়া সাফাই দিল কর্তৃপক্ষ

বোলপুর, ১ এপ্রিল (হি. স.) : শাসক বিরোধী সকলের নিশানায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ভোট পর্বে সেই আক্রমন আরও জোরালো হয়েছে। তাই রীতিমতো প্রেস বিবৃতি দিয়ে নিজেদের কাজের সাফাই দিল বিশ্বভারতী। পাশাপাশি বসন্ত উৎসব ও পৌষমেলা বন্ধ রাখার কারন স্পষ্ট করল কর্তৃপক্ষ। রাজনৈতিক স্বার্থে বিশ্বভারতী বিরুদ্ধে লাগাতার অপপ্রচার চলছে বলে দাবি করল কর্তৃপক্ষ।

প্রথমে তৃণমূল পরে বিজেপি। যুযুধান দুপক্ষই একযোগে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর রাজনৈতিক যোগ সূত্র নিয়ে কাঠগড়ায় তুলেছে। অনুব্রত মণ্ডল সরাসরি বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলী কে উপাচার্য প্রার্থী বলে প্রচার শুরু করেন। পালটা বিজেপি প্রার্থী অনুব্রত উপাচার্যের আঁতাতের অভিযোগ আনেন। এই অবস্থায় বুধবার আচমকাই প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিশ্বভারতী জন সংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার জানান, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ; বিশেষত উপাচার্য অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বহু অভিযগে করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ মনগড়া।'

ভোট মরসুমে সমস্ত রাজনৈতিক দল বিশ্বভারতীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হওয়া পৌষ মেলা ও বসন্ত উৎসব নিয়ে উপাচার্যকে কাঠগড়ায় তুলেছেন।কারন শান্তিনিকেতনের এই দুটি উৎসবের উপরে বোলপুর সহ পার্শবর্তী এলাকার আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো অনেক খানি নির্ভরশীল। এই উৎসব বন্ধ হওয়ায় তার অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে বহু স্তরে। তাই সব দলই চাইছে এর দায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য উপর চাপিয়ে ভোটে ফায়দা তুলতে এই অবস্থায় বিশ্বভারতী তার অবস্থান স্পষ্ট করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি তে জানিয়েছে, '২০২০ সালে বিশ্বভারতীর কোর্ট কমিটিই করনো অতিমারীর প্রকোপের জন্য পৌষমেলা না করার সিদ্ধান্ত নেন।'

কতৃপক্ষের যুক্তি যে মিটিংয়ে শাসকদলের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারক সখারাম যাদব উপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবুও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে বিশ্বভারতী পৌষ মেলা বন্ধ করেছে।পাশাপাশি গত বছর শেষ বেলায় বসন্ত উৎসব বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং এবছর চূড়ান্ত গোপনীয়তায় বসন্ত উৎসব করা নিয়েও ঘরে বাইরে চরম সমালোচিত হয় উপাচার্য। ২০২০ সালে করোনা অতিমারীর কারনে বসন্ত উৎসব বন্ধ হয়ে যায়।তবে এবছর চূড়ান্ত গোপনীয়তা বসন্ত উৎসব করা প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর দাবি, 'বসন্তোৎসব বন্ধ করার অভিযগেও একেবারেই মনগড়া। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ীই বিশ্বভারতীকে এটা করতে হয়েছে। নিয়ম মেনে বসন্তোৎসব করতে বিশ্বভারতী অঙ্গীকারবদ্ধ ; তবে বিশ্বভারতী চায় না বসন্তোৎসব কোনভোবে বসন্ত তাণ্ডবে পরিণত হকে !'

ইতিমধ্যেই অধ্যাপক কর্মী সাসপেন্ড, পাঁচিল বিতর্ক, রাবীন্দ্রিক বা আশ্রমিক দের উদ্দেশ্যে কটু কথায় সমালোচিত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তবে প্রেস বিবৃতি সেই বিশ্বভারতীতে অশান্তি অভিযোগ ও খারিজ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বভারতী অন্দরে ইন্টারনেট পরিবেষা, অনলাইন ক্লাসের সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির কথা স্বীকার করে বলা হয়েছে পাশাপাশি তা রোধে একাধিক কড়া সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। , ' দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কয়েকটা অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে ; যা অনেকের কাছে স্বাভাবিকভাবেই গাত্রদাহের কারণ হয়েছে।'

বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এহেন আক্রমনকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, 'নিয়মনীতি ব্যতিরেকে কোনো সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে সাম্প্রতিককালে নেওয়া হয়নি। সুতরাং অভিযোগগুলো যে কী উদ্দেশ্যে নির্বাচনের প্রাক্কালে তোলা হচ্ছে তা জলবৎ পরিস্কার।' পৌষমেলার পাঁচিল ঘেরার প্রতিবাদের নামে যে ভাবে বহিরাগতরা বিশ্বভারতীর গেট ভাঙচুর করে তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিশ্বভারতী আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অভাব রয়েছে বলে সাওতাল করা হয় প্রেস বিজ্ঞপ্তি তে।তাতে বলা হয়েছে, 'এই অবস্থায় ক্যাম্পাসে " নিরাপত্তা নেই " একথা বলা কি ভুল ?' হিন্দুস্থান সমাচার /

লড়ছি জিতব বলেই, রাসবিহারী কেন্দ্রে আশাবাদী বিজেপির সুব্রত সাহা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীরের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও যেন খুব মিল খুঁজে পাচ্ছেন কলকাতার রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি-র প্রার্থী সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রত সাহা। বললেন, "ওখানে কাজটা করছে সন্ত্রাসবাদীরা। আর পশ্চিমবঙ্গে সেটা করে চলেছে সংবিধান স্বীকৃত একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল (তৃণমূল)।" এবার দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত কেন্দ্র রাসবিহারির বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন সুব্রত সাহা। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে শোনালেন জীবনকাহিনী। পূর্বরুরুষরা থাকতেন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে। জন্ম কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। ১৯৫৭ সালে। পুরুলিয়ার সৈনিক স্কুল থেকে পাশ করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে রসায়ন নিয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু এনডিএ আর আইএসআইদুটো ভাল জায়গা থেকে ভর্তির ডাক এল। এনডিএ-র পাঠ্যক্রমেই গেলেন। তার পর বিএসসি করেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে। অতঃপর ১৯৮৯ সালে 'ইগনু' থেকে ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা। ২০১০ সালে পেনসিলভানিয়ার আর্মি ওয়ার কলেজ থেকে স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে মাস্টার্স। ২০১১ সালে ইনদওরে ডিফেন্স ও ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে এম ফিল। দু'বছর পর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফেন্স ও স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে এম-এসসি। ২০২০ সালে ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে পিএইচ ডি। দুই পুরুষের যুদ্ধের রক্ত বইছে গায়ে। বাবাও ছিলেন সেনা অফিসার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা সীমান্ত, বাটাভিয়া (ইন্দোনেশিয়া), মালয়েশিয়ায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির শরিক ছিলেন। বাবা অবসর নিয়েছেন ১৯৭২-এ। অবসর নেওয়ার পর বাবা আসানসোলে এসে শুরু করেন ব্যবসা। সেখানে বাড়িতে আমার ভাই থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের দূর্দশার কথা বলে গিয়ে জানালেন, "চোখের সামনেই যেন এ রাজ্যের সোনালি দিনগুলো হারিয়ে গেল। নকশাল আন্দোলন থেকে হাল আমল পর্যন্ত কেবলই অবনমন। তাই দিল্লি থেকে যখন বলল, সারা জীবন তো অনেক কাজ করলে, যাও এবার নিজের জায়গার জন্য কিছু করো। আমি আর দ্বিধা করিনি। ভাবলাম, এটা তো আরও একটা যুদ্ধই। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বাঁচানোর জন্য।" রাসবিহারি-র তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন দেবাশিস কুমার। একদমই স্থানীয় বাসিন্দা। আপনি তো, প্রায় সারা জীবনই বাইরে বাইরে ছিলেন! আপনার ওপরেও কি বহিরাগত ছাপ পড়েছে? এই প্রতিবেদককে সুব্রতবাবুর জবাব, "কী অন্যায় বলুন! এ রাজ্যের কত জওয়ান-অফিসার আছেন। ফিরে এলে তাঁদের যদি বলে বহিরাগত, কীরকম লাগবে?'

সুব্রতবাবুর কথায়, "এ রাজ্য কোনও শিল্প আনতে পারেনি গত ১০ বছরে। ২০১১ সালে গালভরা প্রতিশ্রুতি ও তার পর ঢাকঢোল পিটিয়ে শিল্পপতি ও বণিকসভাগুলিকে নিয় বহু সম্মেলন আয়োজনের পরেও। বরং বেকারত্ব বেড়েছে। গ্রামেও ন্যূনতম রোজগারের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পারেনি তৃণমূল সরকার। সঙ্গে বেড়েছে দুর্নীতি, ঘুষ, তোলাবাজি।" এই সবই তাঁকে রাজনীতিতে আসার উৎসাহ জুগিয়েছে বলে জানিয়েছেন সুব্রতবাবু। ছাত্রজীবনে কখনও রাজনীতি করেননি। ফৌজির কর্মজীবনে রাজনীতি করা সম্ভবই হয়নি। প্রসঙ্গত, সুব্রতের আগে তাঁর সমান পদাধিকারী আর কোনও সেনাকর্তাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে দাঁড়াননি। জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরি সাংসদ ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি ছিলেন রাজ্যসভায়।

কিরকম ফল হতে পারে? সুব্রতবাবুর জবাব, "ভীষণ আশাবাদি আমি।" কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল প্রার্থী দক্ষ সংগঠক বলে পরিচিত। বিভিন্ন ক্লাব এবং পুজোর উদ্যোক্তাদের ঘনিষ্ঠ। তাঁর সঙ্গে লড়াইটা খুব কঠিন হয়ে গেল না? উত্তরে এই প্রতিবেদককে সুব্রতবাবু বললেন, "দেখুন, আর্মিতে একটা কথা আছে। 'হোয়েন দি গোইং গেটস টাফ, দি টাফ গেট গোইং' যখন চাপ বাড়বে, যাঁরা সামাল দিতে পারবেন, তাঁরাই যাবেন। 'সেনাবাহিনীর কেউই হারের ভয় পায় না। সব সময়ই অফিসার ও জওয়ানরা লড়েন জেতার অদম্য বাসনা নিয়ে। আমিও লড়ছি জিতব বলেই। আদত কথা হল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্কল্পপত্রকে বাস্তবায়িত করা। তার জন্য যা যা করণীয় সেগুলি করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব।" রাসবিহারি কেন্দ্রের ভোট সপ্তম পর্যায়ে, ২৬ এপ্রিল

জিবি হাসপাতালে ডায়ালসিস পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় জনদুর্ভোগ। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

তুলাশিখর ব্লকে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আজ বিকেলে খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর ব্লকের আশারামবাড়ির বিভিন্ন এলাকায় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যসচিবের সাথে ছিলেন জেলাশাসক মিতা মল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সেনগুপ্ত, মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস, এস ডি পি ও রাজীব সুত্রধর সহ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ কার্যালয়ের জেলা আধিকারিক, ডি ডব্লিউ এস, বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক, তুলাশিখর ব্লকের বিডিও নবকুমার জমাতিয়া প্রমুখ।

মুখ্যসচিব সহ প্রশাসনিক প্রতিনিধিদলটি প্রথমে আশারামবাড়ি বাজার পরিদর্শন করেন। এরপর আশারামবাড়ির থানাবস্তি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত থানাবস্তি জনিয়র বেসিক স্কুল, ক'ঞ্চমা বস্তির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। এরপর আশারামবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অস্থায়ী শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। এই শিবিরে ১১ পরিবারের ৪৫ জন রয়েছেন। পরে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে প্রশাসনিক দলটি ক'ঞ্চমা বস্তি জে বি স্কুলের অস্থায়ী শিবির পরিদর্শন করেন। এই শিবিরে ১৬ পরিবারের ৬৮ জন রয়েছেন। প্রতিনিধিদলটি শিবিরে আশ্রিতদের সাথে কথা বলেন ও স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের সময় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বিভিন্ন দপ্তরের জেলা আধিকারিকদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নিরুপনের কাজ দ্রত সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেন। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ৭টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ঘর মেরামতের জন্য ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে ও ২০টি পরিবারকে ঘর মেরামতির জন্য ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই ২টি অস্থায়ী শিবিরে ২৭টি পরিবারের মধ্যে শিশু খাদ্য সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীও সরবরাহ করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ১টি চিকিৎসক দল নিযুক্ত করা হয়েছে বলে মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিমবঙ্গে

● **প্রথম পাতার পর**

এসে দাঁড়িয়েছেন, আর নন্দীগ্রামে এসে দিদি ভাবছেন তিনি মারাত্মক ভুল করে বসেছেন।'

তৃণমূল নেত্রী মমতাকে খোঁচা দিয়ে মোদী বলেন, 'দশ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলার মানুষের জন্য যদি কাজ করতেন, তাহলে এই দিন দেখতে হতো কি দিদি কে? দিদি আপনি বাংলার ভাষা সংস্কৃতি এমনকি এখানকার মান মর্যাদার ও অপমান করেছেন। দিদি আপনি যত খুশি আমাকে অপমান করুন, বাজে কথা বলুন। কিন্তু বাংলার রামকৃষ্ণদেব, নেতাজি, স্বামী বিবেকানন্দ এই সব মহান মনীষীদের আমি অপমান করতে দেবো না।' অনুপ্রবেশ নিয়েও মমতাকে আক্রমণ শানিয়েছেন মোদী। তাঁর কথায়, 'অনুপ্রবেশকারীদের খুশি করার জন্য দিদি বাংলার মানুষদের ভুলেই গিয়েছেন। এই দশ বছরে তিনি যে কি উন্নয়ন করেছেন তার সঠিক জবাবও তার নিজের কাছেই নেই। আমফানের সময় আপনাদের সাহায্য করার পরিবর্তে এরা আপনাদেরই লুট করেছে। সেই সময় কেন্দ্র সরকার যে টাকা পাঠিয়েছিল সেই সাহায্য গরীব মানুষের কাছে পৌঁছানোর বদলে তৃণমূলের দফতরে পৌঁছে গিয়েছিল।' কাটমানি নিয়ে তৃণমূলকে তিরস্কার করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করতে, কোনও চাকরির জন্য দরখাস্ত জমা দিতে, এমনকি হাসপাতালে ভর্তি অথবা কোনও ঋণের জন্যও বাংলার মানুষকে শুধু কাটমানি আর কাটমানিই দিতে হচ্ছে।'

জয়নগরের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'নন্দীগ্রামকে অপমান করেছেন দিদি। কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ইভিএম নিয়েও অসম্মান করেছেন। বাংলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন দিদি।' জনসভায় উপস্থিত মানুষজনের উদ্দেশে মোদী বলেন, 'চারিদিকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু লোক আর লোক। কিন্তু তার মধ্যেও এত বিশাল সংখ্যক মা আর বোনেরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন, যেটা আমার জীবনে এক বিশেষ শক্তির সঞ্চার করেছে।'

পশ্চিমবঙ্গে

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযোগ তৃণমূলের নন্দীগ্রামের সোনাচুড়া, কালীচরণপুরে বোমাবাজি, থমথমে পরিস্থিতিতেই ভোট

পূর্ব মেদিনীপুরে কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা ছড়ালেও বৃহস্পতিবার ওই জেলার বিভিন্ন বুথে ভোটের লাইনে ভিড় চোখে পড়েছে। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, সাড়ে ৫টা পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ভোট পড়েছে ৮০.৭৯ শতাংশ। এ ছাড়া, ওই সময়ের মধ্যে চণ্ডীপুরে ৮১.১৫ শতাংশ, হলদিয়ায় ৮০.৪৫ শতাংশ, মহিষাদলে ৮১.৯৩ শতাংশ, ময়নায় ৮১.৫৬ শতাংশ, নন্দকুমারে ৮২.৩৬ শতাংশ, পাশকুঁড়া পশ্চিমে ৮১.৬৭ শতাংশ, পাশকুঁড়া পূর্বে ৮০.৯৪ শতাংশ এবং তমলুকে ৮০.২৩ শতাংশ ভোট পড়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের উল্লেখযোগ্য আসনগুলির মধ্যে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত ডেবরায় ৮৩.১০ শতাংশ, ঘাটালে ৭৬.২৯ শতাংশ, খড়্গপুর সদরে ৬৮.৩৩ শতাংশ এবং সবংয়ে ৮১.২৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। আজ দ্বিতীয় দফার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে বহিরাগতরা বয়ালে ঢুকেছে বলে অভিযোগ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বয়ালের বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগতরা ঢুকেছে বলে অভিযোগ তৃণমূলনেত্রীর। তিনি অভিযোগে বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে বহিরাগতরা বয়ালে ঢুকেছে।

গাছের

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে উদ্ধার করে খবর দেয় বিদ্যালয়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছুটে এসে তাকে বিদ্যালয় নিয়ে যাওয়ার জন্য এলাকাবাসীরা বললেও আশ্চর্যের বিষয় হলো বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক-শিক্ষিকারা হাসপাতালে যাবেন সেই বাছাই পর্ব করতে করতেই ঘটনাস্থলে কাটিয়ে দেওয়া হয় ১৫ থেকে ২০মিনিট সময়। যদিও পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক এবং ১জন শিক্ষিকা ছাত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ছাত্রীর বাইরের দিকে কোন আঘাতের চিহ্ন না থাকলেও তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর নমিতা কলই জানায়, এক্স-রে করার পরেই জানা যাবে ইন্টার্নাল কোন আঘাত রয়েছে কিনা। বিদ্যালয় এর তরফ থেকে খবর পাঠানো হয় ছাত্রীর বাড়িতে। ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যায় দীপান্বিতার সরকারের পরিবারের লোকজন।তবে দীপান্বিতা সরকারের অবস্থা বর্তমানে আশঙ্কাজনক। বর্তমানে সে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সীতারমন

● **প্রথম পাতার পর**

করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তুলে নেওয়া হবে।"

উল্লেখ্য, বুধবার রাতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, তাতে ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (এনএসসি)-র সুদের হার ৬.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫.৯ শতাংশ করা হয়। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা (এসএসওয়াই)-য় সুদের হার ৭.৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয় ৬.৯ শতাংশ। পোস্ট অফিসে মেয়াদি আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট)-এর ক্ষেত্রেও সুদের হার ০.৪০ থেকে ১.১ শতাংশ কমানো হয়। পিপিএফ-এর সুদের হার ৭.১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬.৪ শতাংশ করা হয়, যা গত ৪৬ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে এসে ঠেকে।

এবিভিপির

● **প্রথম পাতার পর**

সোচ্চার হন। টানা দুই অবরোধ চলার পর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং অভিযুক্ত-কে গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দেন। তার প্রতিশ্রুতির ভিত্তি বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করেন।

মিছিল

● **প্রথম পাতার পর**

হিসেবে আজ রাজ্যেও আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। সি আই টি ইউ এর পক্ষ থেকে আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। মিছিলে অংশ নিয়ে সিআইটিইউর বর্ষিয়ান নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন কেন্দ্রীয় সরকারপুঁজিপতি কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রম আইনের সংশোধনী এনেছে। তাতে শ্রমিকদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। শ্রম আইনের সংশোধনী কোন ভাবে কার্যকর করতে দেওয়া হবে না।কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলটি সিআইটিইউর অফিসের সামনে থেকে শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। আজ ১ লা এপ্রিল সারা দেশে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন শ্রম কোড বিল পুড়ানো কর্মসুচী নিয়েছে। সংযুক্ত কিষান মোর্চা এই কর্মসুচী তে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আগরতলায় সকাল ১১ টায় সি আই টি ইউ অফিসে জমায়েত। পশ্চিম জেলাকে আগরতলার কর্মসুচীতে অংশ নিতে হবে।অন্য জেলা/ মহকুমায় সি আই টি ইউ যে কর্মসুচী নেবে কৃষক সংগঠন সমুহ সে অনুযায়ী অংশ নিতে হবে।

গুজরাট

● **প্রথম পাতার পর**

প্রযোজ্য লাভ জিহাদ আইনের আদলে একটি বিল আজ গুজরাট বিধানসভায় পেশ করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদীপ সিং জাদেজা। এদিন সভায় বিলটি উপস্থাপনের সময় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদীপ সিং জাদেজা বলেন যে, আজ আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজটি করতে যাচ্ছি। গুজরাটে জিহাদি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হিন্দু মেয়েদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কঠোর আইন প্রয়োগের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। যারা হিন্দু মেয়েদের মিথ্যা নামে বিয়ে করে তারা আর খুশি হতে পারবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, নতুন আইনটি কেবল ভুক্তভোগী নয় পরিবারকেও অভিযোগ করার অধিকার দেবে।

তিনি আরও জানান যে, কেরালায় ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে লাভ জিহাদের ৪৫০০টি ঘটনা ঘটেছিল। কেরালার একটি গির্জার প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রদীপ সিং জাদেজা বলেন যে জিহাদি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও মেয়েরা ব্যবহৃত হচ্ছে। মানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানেরও আইন রয়েছে যার শাস্তির বিধান আলাদা রয়েছে কংগ্রেস বিধায়ক ইমরান খেদাওয়ালা প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বিলের অনুলিপি ছিঁড়েছিলেন। খেদাওয়ালার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদীপ সিং জাদেজা।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

জমানায় নীতি অবলম্বন করে সে বলে একাংশ মানুষদের অভিযোগ।যাই হোক না কেন বিশ্বজুড়ে যখন করুণা মহামারী থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পাশাপাশি ভারত সরকার এর নিয়ম নীতি অবলম্বন করে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দেশিকা জারি করে থাকলেও এই দুই গুণধর চিকিৎসক হাসপাতালে থাকলেও মানে হচ্ছে না রাজ্য সরকারের নিয়ম নীতি।রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা অনুসারে করুনার ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য তীব্রভাবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে লোকসমাগম হয় বৃহস্পতিবার।

এদিকে অভিযোগ ভ্যাকসিন নেওয়ার স্থানে স্থানে পুলিশ থাকলেও জগন্নাথ ভূমিকায় থেকেছে।ভ্যাকসিন নিতে আসা সাধারণ মানুষ জন যেমন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে নি তেমনি মুখে মাক্স পরিধান পড়েনি।এইদিকে আরও অভিযোগ তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মা এবং গুণধর চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিক রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা কে কালিমালিপ্ত করার জন্যেই কাজ করে যাচ্ছে।যদিও এই দুই গুণধর চিকিৎসক বর্তমান সরকারের নির্দেশিকা মানছেন না বলে অভিযোগ।এদিকে দুই বৃদ্ধ মহিলা খুব এর সাথে জানেন তিন দিন ধরে হাসপাতাল চত্বরে কাটাচ্ছেন নেওয়ার জন্য হকিন্তু হাসপাতালে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজে নিয়োজিত কর্মীরা দুর্ব্যবহার তাড়িয়ে দেয়।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ থাকলেও এই গুণধর চিকিৎসক তথা ছঙ্গঞ্চ চন্দন দেববর্মা এবং চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিক সাধারণ মানুষদের নীতিকথার পাঠ দিয়ে থাকলেও আদতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ।এদিকে গতকাল রাতে হালকা বর্ষণের ফলে প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকেনি হাসপাতলে।যদি একটি জেনারেটর থাকলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে জেনারেটর চালু করেনি।এখন দেখার বিষয় যেখানে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষদের কাছে স্বাস্থ্যপরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা অর্থ প্রদান করে থাকলেও ওই ধরনের কর্তব্যে গাফিলতির চিকিৎসকদের কারণে সঠিক পরিষেবা পৌঁছেনা সাধারণ মানুষদের কাছ।এখন দেখার বিষয় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে উন্নতিকরণের কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।নাকি বাম আমলের মতই রয়ে যায়।

কেন্দ্রের

● **প্রথম পাতার পর**

প্রচুর মানুষ। তবে চলতি বছরের শুরুতেই দেশে ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র পেয়েছে করোনার দুটি প্রতিষেধক কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিন। ইতিমধ্যে প্রথম সারির করোনাযোদ্ধাদের টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি-সহ আরও অনেকে।

দ্বিতীয় ঢেউ, নিত্যনতুন স্ট্রেনের হামলা এবং সেই সঙ্গে অসাবধানতা। যার জেরে ভারতে নতুন করে ত্রাস হয়ে উঠছে নোভেল করোনা ভাইরাস। একটা সময় দেশের দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাটা ১০ হাজারের নিচে নেমে এসেছিল, সেটাই আবার নতুন করে রেকর্ড গড়ার পথে। স্রেফ গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭২ হাজারের বেশি মানুষ এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে সাড়ে চারশোর বেশি মানুষের। এই আক্রান্তের সংখ্যাটা চলতি বছরের তো বটেই, গত ৬-৭ মাসের মধ্যেই সর্বোচ্চ। তবে ইতিমধ্যে দেশে টিকা পেয়েছেন ৬ কোটি ৫১ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৯৬ জন। আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে টিকা দেওয়ার জন্যই ব্যবস্থা নিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

বেহাল অবস্থা

● **প্রথম পাতার পর**

শেষে কমিউনিটি হলটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব যিনি ভাড়া নেবেন তার। কিন্তু হলটি ব্যবহারের পর নামকাওয়াস্তে ব্যবহারকারীরা পরিষ্কার করেন। এর ফলে হলের উত্তর দিকে আবর্জনা জমে আছে। থালা গ্লাস ড্রেনের মধ্যে পড়ে ড্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। উচ্ছিষ্ট খাবার ড্রেনে পড়ে থাকে এবং দুর্গন্ধ বের হয়। দুর্গন্ধে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ। এই অবস্থায় এলাকার মানুষ ভয় পাচ্ছেন যেকোনো সময় ড্রেনের জল আটকে গিয়ে জমে থাকা জল বাড়ি ঘরে ঢুকে যাবে। শুধু কাগজের থালা এবং প্লাস্টিকের গ্লাস নয় কোল্ড্রিংসের বোতল, মদের বোতল আশেপাশের ড্রেন গুলোতে ফেলা হচ্ছে। কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে আগের দিন থেকেই হলের ভেতরে--বাইরে কাজ শুরু হয়। রাতে সাউন্ডবক্সে ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে গান বাজানো হয়ে থাকে। মাঝে মাঝেই রাতে হলের ভেতর থেকে প্রচন্ড হৈচৈ শোনা যায়। বসে মদ্যপানের আসরও। এলাকার বাসিন্দা তথা ইঞ্জিনিয়ার রাজদীপ ঘোষ জানান, প্রচন্ড শব্দে এলাকার মানুষের ঘুম নষ্ট হচ্ছে। বহুদিন তিনি নিজে রাতে এসে সাউন্ড বক্স বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। অনুষ্ঠান করার জন্য আয়োজকদের কোনও শর্ত বেঁধে দিচ্ছেনা পুরপরিষদ। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সবকিছু পরিষ্কার করে গেল কিনা আয়োজকরা এর কোন খোঁজ খবর নিচ্ছে না পুর পরিষদের কর্মকর্তারা। হলটি ঘনবসতির মধ্যে অবস্থিত। চারদিকে জনসাধারণের বাড়ি ঘর রয়েছে। এলাকার মানুষ বহুদিন ভগৎ সিং হলে এ জাতীয় অনুষ্ঠান না করার জন্য পুরকর্তাদের জানিয়েছেন। এলাকার মানুষ পুরপরিষদ এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন চার পাঁচ মাস আগে। প্রতিলিপি দিয়েছেন মহকুমা শাসকের কাছে। কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কৈলাসহরের ভগৎ সিং কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি বেঁধে দিয়ে এলাকার পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এলাকাবাসীর পুরো প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

মহাজোট আর কিছু নয়

● **প্রথম পাতার পর**

চলছে। দেড়শো কোটি টাকার একটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভাষা, ঐতিহ্য, পরিচিতির সুরক্ষাও আমাদের সংকল্প, একে আমরা আমাদের দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করি।

তাঁর কথায়, বোডোফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের নামে সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স এবং সেন্টার ফর এক্সিলেন্স নির্মাণ করা হচ্ছে যা এই জায়গার গর্বকে বাড়িয়ে তুলবে। অষ্টম তফশিলি অনুযায়ী বড়ো ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ করা হয়েছে। আমরা বড়ো সমাজের পরিচিতি সুরক্ষিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর দাবি, শান্তি ও উন্নয়নের এই সংকল্পের কারণে সদ্যসমাপ্ত বিটিআর নির্বাচনে জনতা জনার্দন বিজেপি এবং ইউপিএলকে তাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, কাউন্সিল নির্বাচনে বিজেপি মিত্রজোট যে সমর্থন পেয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনে আরও বেশি সমর্থন পাবে।

তিনি দাবি করেন, দীর্ঘদিন পর অসমে শান্তি ফিরে এসেছে। তাঁর কথায়, যারা বন্দুক ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে তাদের কল্যাণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি অন্যান্য উগ্রবাদীদেরও মূল স্রোতে ফিরে আসার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোকরাঝাড়ের যুবক-বোনেরা সহ প্রতিটি নাগরিক সহিংসতার পর্বটি ভুলেননি। সেই সময়কালে দিল্লি থেকে গুয়াহাটির তামাশা দেখা হতো।

তিনি বলেন, আজ তারা মহাজোট করে বড়ো জনগণকে ঠকানোর জন্য নেমেছেন। ক্ষমতা অর্জন এবং তার অস্তিত্ব বাঁচানোর চেষ্টায় অসমে কংগ্রেস এআইইউডিএফ সাথে হাত মিলিয়ে বড়ো-দের সহিংসতার আগুনে ঠেলে দিচ্ছে। একটি ভিডিওর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, অসমের পরিচিতি গামোছা-কে প্রকাশ্যে অপমান করা হচ্ছে, রাজ্যবাসী এই দৃশ্য দেখে খুব ক্ষেপে গেছেন। তাঁর পরামর্শ, কংগ্রেসের মিথ্যাচার এবং এদের ষড়যন্ত্র বুঝুন। তারা ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য নিজেকে এআইইউডিএফ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কংগ্রেস কেবল এই অপমানের শাস্তি পাবে না, মহাজোটও পাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অসমের এই শান্তি আমাদের সকলের দ্বারা খুব কষ্টে অর্জিত হয়েছে। ফলে যে কোনও পরিস্থিতিতে কংগ্রেস এবং তার সহযোগীদের দ্বারা লুটপাটের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, অসমের উন্নয়নের জন্য ডাবল ইঞ্জিনের সরকার খুবই প্রয়োজন। বলেন, অসমে রেল, সড়ক, বিমান যোগাযোগ দ্রুত বাড়ছে। দরিদ্ররা একটি স্থায়ী বাড়ি পাচ্ছেন। একইভাবে, প্রতিটি পরিবার টয়লেট সুবিধার সাথে যুক্ত হয়েছে। এখন প্রতিটি বাড়ি জলের সাথে যুক্ত হচ্ছে। ২ মে-র পর পাইপ দিয়ে ঘরে জল সরবরাহ করবে বিজেপি সরকার। এতে সবচেয়ে বেশি উপকার হবে মহিলাদের।

তিনি বলেন, আমাদের সরকার নারীদের জন্য দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। অসম সরকারও দ্রুত গতিতে কাজ করছে। তাঁর কথায়, নারীদের কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক কলেজ খোলা হয়েছে। তাঁর দাবি, অসমে পড়াশোনা, সেচ, উপার্জনের জন্য কাজ করা হয়েছে। কৃষিকাজের জন্যও প্রচুর কাজ করা হয়েছে। আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। কৃষক উৎপাদক সংস্থা গঠিত হচ্ছে। বাঁশ ও বেতের কর্মসংস্থানের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের কথাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য এনডিএ প্রার্থীদের বিজয়ী করার আহ্বান জানান।

প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী

স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে প্রয়োজন দৃঢ় মানসিকতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি। তবেই সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর উজ্জল দৃষ্টান্ত। আজ আগরতলার অরুন্ধতীনগরস্থিত সর্ব ধর্ম মিশন ময়দানে প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত মরণসভা ও রক্তদান শিবিরে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন। রক্তদান শিবিরে ৫১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকার একজন প্রক'ত জননেতা ছিলেন। জনগণের প্রতি তার দায়বদ্ধতা এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তিনি চির মরণীয় হয়ে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দৃঢ় মানসিকতা এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তিই দিলীপ সরকারের মত ব্যক্তিত্ব তৈরি করে। প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকার চেয়েছিলেন বাধারঘাট অ'ল সহ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রয়াত বিধায়কের প্রতি সম্মান জানিয়ে সমগ্র রাজ্য সহ বাধারঘাট অ'লের উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এদিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বাধারঘাট অ'লে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণের তথ্য পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি জানান, বাধারঘাট বিধানসভা এলাকায় গত ৩ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রায় ২,৮৭২ পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিধানসভা এলাকার ৭,৬৬১ জন বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি যোজনায় এই বিধানসভা এলাকায় ২,৬১২ জন সুবিধাভোগী সহায়তা পেয়েছেন। তাছাড়া, ১,৭১৫টি পরিবারে অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১,২৪৩টি পরিবার প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনার মাধ্যমে উপক'ত হয়েছেন। টুয়েপ প্রকল্পেও এই বিধানসভা এলাকায় কাজ হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। বাধারঘাট বিধানসভা এলাকায় প্রায় ৪,২৯৮ জন ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্স করেছেন। যা থেকে প্রমানিত হয় ত্রিপুরার মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বরোজগারী হচ্ছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার অন্ত্যোদয় পরিবার রয়েছে। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সকল অন্ত্যোদয় পরিবারের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার অন্ত্যেষ্টির জন্য ২০০০ টাকা প্রদান করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূবর্তন সরকারের আমলে সমগ্র রাজ্যে যে সব রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়নি বা সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে, বর্তমান রাজ্য সরকার ২০২২ সালের মধ্যে সেসব রাস্তগুলি নতুন ভাবে তৈরি করার লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। পাশাপাশি ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্য সরকার সমস্ত সামাজিক ভাতাগুলির পরিমাণ ২০০০ টাকা করে দেওয়ার জন্যও উদ্যোগী হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য মিমি মজমদার।

চিত্রায়ণ

● **প্রথম পাতার পর**

থুতু না ফেলা, বাড়ির আবর্জনা নর্দমায় না ফেলা, আবর্জনা নির্দিষ্ট পাত্রে রাখা, পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য দু"রকমের পাত্র ব্যবহার, বর্জ্য হ্রাস ও পুনর্ব্যবহার, বর্জ্য থেকে অর্থ উপার্জন, জল অপচয় না করা, গাছ লাগান ও প্রাণ বাঁচান এবং ত্রিপুরার বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যকে রক্ষার আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, রাজ্যের শহরাঞ্চলগুলিতে দেওয়ালজুড়ে এই চিত্রায়ন কেবলমাত্র শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয় তার পাশাপাশি জনসচেতনতার জন্য এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

ক্রীড়া

ক্লাসিকোয় অনিশ্চিত রামোস

মৌসুমের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসে আবারও ছিটকে গেলেন সের্হিও রামোস। বাঁ পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার।এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার অধিনায়কের চোটের বিষয়টি জানায় সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলটি। ফলে, আগামী দুই সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ম্যাচে এবং লা লিগা বার্সেলোনার বিপক্ষে তার খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।গত বুধবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কসোভোর বিপক্ষে স্পেনের ৩-১ গোলে জয় পাওয়া ম্যাচের ৮৬তম মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন রামোস।৩৫ বছর বয়সী এই তারকা ফুটবলারের সেরে উঠতে কতদিন লাগতে পারে, তা জানানো হয়নি। তবে গণমাধ্যমের খবর, তার সেরে উঠতে এক মাসের মতো লাগতে পারে।চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটের প্রথম লেগে আগামী মঙ্গলবার প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের মুখোমুখি হবে রিয়াল। ফিরতি লেগ আগামী ১৪ এপ্রিল। এর মাঝে আগামী ১০ এপ্রিল লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে জিনেদিন জিদানের দল।এই তিন ম্যাচেই রামোসের খেলার সম্ভাবনা যে প্রায় শেষ, তা কিছুটা বোঝা যাচ্ছে তার ইনস্টাগ্রাম বার্তায়।"আমাকে যা কষ্ট দেয় তা হলো, এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতে দলকে সাহায্য করতে না পারা।"গত জানুয়ারিতে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয় রামোসের। এজন্য রিয়ালের হয়ে ১০ ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। গত মাসে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে আতালান্তার বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয় পাওয়া ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরেন তিনি। চলতি মৌসুম শেষেই শেষ হবে রিয়ালের সঙ্গে রামোসের চুক্তির মেয়াদ।

টানা তৃতীয় জয়ে শীর্ষেই ইতালি

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া বল দখলে রেখে একের পর এক আক্রমণ করল ইতালি। শুরুতে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে আর পারল না লিথুয়ানিয়া। তাদের হারিয়ে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টানা তৃতীয় জয় পেয়েছে রবের্তো মানচিনির দল।লিথুয়ানিয়ার এলএফএফ স্টেডিয়ামে বুধবার 'সি' গ্রুপের ম্যাচটি ২-০ গোলে জেতে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সফরকারীদের এগিয়ে নেন স্তেফানো সেনসি। যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান চিরো ইম্মোবিলে।নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে বাছাইপর্ব শুরু করা ইতালি গত রোববার বুলগেরিয়াকে হারায় একই ব্যবধানে।সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই নিয়ে টানা ২৫ ম্যাচ অপরাজিত রইল ইতালি, ২০ জয় ও ৫ ড্র। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের পর হারেনি তারা।ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের মতো দুই দলের খেলায়ও এদিন ব্যবধান ছিল স্পষ্ট। শুরু থেকেই র‍্যাঙ্কিংয়ের ১২৯ নম্বরে থাকা লিথুয়ানিয়াকে চেপে ধরে র‍্যাঙ্কিংয়ের দশম দল ইতালি। একচেটিয়া বলের দখল রেখেও প্রতিপক্ষের জমাট রক্ষণের জন্য আক্রমণে সুবিধা করতে পারছিল না তারা। ম্যাচে ৬৬ শতাংশ বলের দখল রেখে ২৯টি শট নেয় চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা, এর ১১টি ছিল লক্ষ্যে।স্তেফানো সেনসির গোলে এগিয়ে যায় ইতালি।

স্তেফানো সেনসির গোলে এগিয়ে যায় ইতালি।ষষ্ঠ মিনিটে লরেন্সো পেল্লেগ্রিনির শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরের মিনিটে ডিফেন্ডার এমেরসনের শট বামে ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান স্বাগতিক গোলরক্ষক তমাস সিভেতকাউসকাস।৩৯তম মিনিটে মাত্তেও পেস্সিনার পাস গোলমুখে পেয়েও ঠিকমতো শট নিতে পারেননি ইতালি ফরোয়ার্ড স্তেফান এল শারাউই।প্রথমার্ধে স্বাগতিকদের নেওয়া দুটি শটই ছিল লক্ষ্যের বাইরে।বিরতির পর আক্রমণে ধার বাড়ানো ইতালি এগিয়ে যেতে সময় নেয়নি। ৪৭তম মিনিটে ফেদেরিকো চিয়েসার উঁচু শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক। মানুয়েল লোকাতেল্লি ফিরতি বল বাড়ান সেনসিকে। ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরালো নিচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন ইন্টার মিলান মিডফিল্ডার।৭২তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণে সবচেয়ে ভালো সুযোগটি পায় লিথুয়ানিয়া। ডান প্রান্ত থেকে সতীর্থে ক্রস পেয়ে ঠিকমত শট নিতে পারেননি তদভিদাস। কাছ থেকে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা।যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ডি-বক্সে নিকোলো বারেল্লা ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় ইতালি। সফল স্পট কিকে জয় নিশ্চিত করেন ইম্মোবিলে।তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইতালি। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সুইজারল্যান্ড।একই সময়ে 'জে' গ্রুপে নর্থ মেসিডোনিয়ার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে হেরেছে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি।'ডি' গ্রুপে গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স ১-০ গোলে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে, 'বি' গ্রুপে স্পেন ৩-১ গোলে কসোভোকে এবং 'আই' গ্রুপে ইংল্যান্ড ২-১ গোলে পোল্যান্ডকে হারিয়েছে।

লিফটে আটকে মাঠে আসতে দেরি স্পেন কোচের

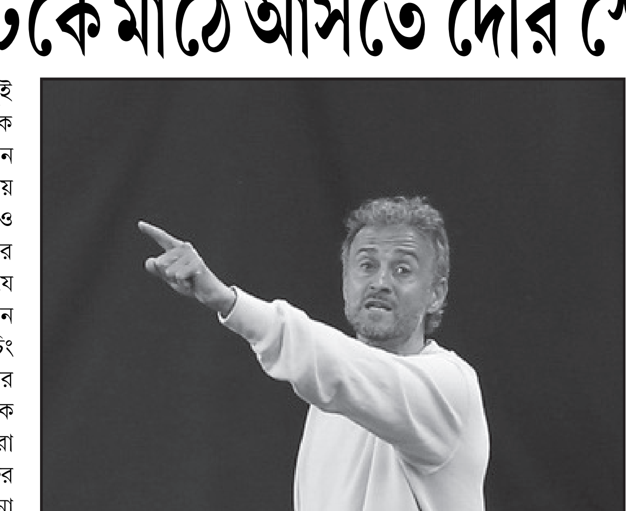

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রথম দুই রাউন্ডে দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সে চিন্তিত ছিলেন স্পেন কোচ লুইস এনরিকে। তৃতীয় ম্যাচের আগে নিজেকে নিয়েও ছিলেন দুর্ভাবনায়। কসোভোর বিপক্ষে লড়াই শুরুর আগে যে আটকা পড়েছিলেন লিফটে!এনরিকে ও তার কোচিং স্টাফের কয়েকজন টিম হোটেলের লিফটে এক ঘণ্টার মতো আটকে ছিলেন। পরে তাদের উদ্ধার করা হয়। এজন্য কসোভো ম্যাচের শুরুর কিছুক্ষণ ডাগআউটে ছিলেন না তিনি।লিফট থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আলাদা গাড়িতে স্টেডিয়ামে পৌঁছান তারা। কারণ টিম বাস আগেই হোটেল ছেড়ে এসেছিল।অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনার কোনো বিরূপ প্রভাব অবশ্য দলের পারফরম্যান্সে পড়েনি। সেভিয়ায় বুধবার রাতের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জেতে তারা।দানি ওলমোর গোলে স্বাগতিকরা এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফেররান তরেস। বেসার হালিমি ব্যবধান কমালেও জয় নিয়ে ভাবতে হয়নি স্পেনকে। একটু পরেই তাদের শেষ গোলটি করেন জেরার্দ মোরেনো।ম্যাচ শেষে এনরিকেও বলেন, তার আসতে আরও দেরি হলেও সমস্যা ছিল না তেমন।"আমাদের বিকল্প পরিকল্পনা ছিল। আমার অনুপস্থিতিতে কোচিং দলের অন্যরা দায়িত্ব নিত। আমি এখানে না আসতে পারলেও খুব একটা সমস্যা হতো না।"গ্রিসের সঙ্গে ১-১ ড্রয়ে যাত্রা শুরুর পরের রাউন্ডে জর্জিয়ার বিপক্ষে শেষ দিকের গোলে ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জয়ীরা।তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে স্পেন। এক ম্যাচ কম খেলা সুইডেন ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে।

কসোভোকে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষে স্পেন

প্রথম দুই রাউন্ডে সাদামাটা পারফরম্যান্সের হতাশা পেছনে ফেলল স্পেন। শক্তির বিচারে অনেক পিছিয়ে থাকা কসোভোর বিপক্ষে পুরোটা সময় আধিপত্য ধরে রেখে তুলে নিল প্রত্যাশিত জয়।বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সেভিয়ায় বুধবার রাতে 'বি' গ্রুপের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে স্পেন। দানি ওলমোর গোলে স্বাগতিকরা এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফেররান তরেস। বেসার হালিমি ব্যবধান কমানোর পর বিজয়ীদের শেষ গোলটি করেন জেরার্দ মোরেনো।তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে ফিরল স্পেন। এক ম্যাচ কম খেলা সুইডেন ৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে।গ্রিসের সঙ্গে ১-১ ড্রয়ে যাত্রা শুরুর পরের রাউন্ডে জর্জিয়ার বিপক্ষে শেষ দিকের গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় পায় ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জয়ীরা।আগের দুই ম্যাচে আক্রমণে আধিপত্য করলেও সুযোগ তৈরিতে স্প্যানিশদের পারফরম্যান্স আশানুরূপ ছিল না। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ১১৭তম দল কসোভোর বিপক্ষেও শুরু থেকে বল দখলের পাশাপাশি টানা আক্রমণে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ ধরে রাখে তারা। কিন্তু নিশ্চিত সুযোগ মিলছিল না। অষ্টম মিনিটে কোকের সঙ্গে ওয়ান-টু করে দুরূহ কোণ থেকে জর্দি আলবার নেওয়া শট পা দিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক সামির উইকানি। ২২তম মিনিটে অনেকটা একই জায়গা থেকে আলভারো মোরাতার শটও পা দিয়ে রুখে দেন তোরিনোর এই গোলরক্ষক।৩৪তম মিনিটে ওলমোর দর্শনীয় গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। আলবার পাস ডি-বক্সে পেয়ে বাঁ দিক থেকে জায়গা বানিয়ে ডান পায়ের বাঁকানো শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন লাইপজিগ মিডফিল্ডার। জর্জিয়ার বিপক্ষে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন তিনি।দুই মিনিট পর পেদ্রির বাড়ানো বল ডি-বক্সে ডান দিকে ধরে কোনাকুনি শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তরেস। বল দূরের পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। জর্জিয়ার বিপক্ষে তার গোলেই সমতায় ফিরেছিল স্পেন।তিন মিনিট পর ব্যবধান বাড়তে পারতো। তবে মোরাতার ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া নিচু শট ঝাঁপিয়ে ফেরান উইকানি।৭০তম মিনিটে স্পেন গোলরক্ষকের ভুলের সুযোগ অসাধারণভাবে কাজে লাগান হালিমি। প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণ ঠেকাতে বক্সের বাইরে বেরিয়ে আসেন উনাই সিমোন; কিন্তু বল নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি। বল ধরে স্পেনের অর্ধের মাঝ বরাবর থেকে দারুণ শট নেন মিডফিল্ডার হালিমি। বল উড়ে গিয়ে ক্রসবার ঘেঁষে জালে জড়ায়।পাঁচ মিনিট পরেই অবশ্য ফের ব্যবধান বাড়ায় স্পেন। কর্নারে দারুণ কোনাকুনি হেডে স্কোরলাইন ৩-১ করেন মোরেনো।শেষ দিকে দারুণ একটি সুযোগ পায় কসোভো। তবে ডিফেন্ডার আলবাকে পেছনে ফেলে বক্সে ঢুকেও কাস্তারি লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নিলে জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে স্পেন।শেষ দিকে এরিক গার্সিয়ার বদলি নেমেছিলেন সের্হিও রামোস। তাতে তার চোট শঙ্কা নিয়ে ওঠা গুঞ্জন থেমে যায়।গ্রুপের অন্য ম্যাচে গ্রিস ও জর্জিয়া ১-১ ড্র করেছে। গ্রিস ২ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিনে। ১ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে জর্জিয়া। কসোভোর পয়েন্ট শূন্য।

ঘরের মাঠে ধরাশায়ী জার্মানি

প্রথমার্ধে আধিপত্য করেও গোল পেল না জার্মানি। উল্টো হজম করল। দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ালেও শেষ রক্ষা হয়নি তাদের। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রথম হারের তেতো স্বাদ দিয়েছে নর্থ মেসিডোনিয়া।২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ইউরো অঞ্চলের বাছাইয়ের 'জে' গ্রুপের ম্যাচে বুধবার রাতে নিজেদের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছে ইওয়াখিম লুভের দল। আগের দুই ম্যাচে আইসল্যান্ড ও রোমানিয়ার বিপক্ষে জিতেছিল সবশেষ ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি।রোমানিয়ার বিপক্ষে হেরে বাছাই শুরু করা নর্থ মেসিডোনিয়া পেল টানা দ্বিতীয় জয়। লিখটেনস্টাইনকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল তারা।শুরু থেকে বলের নিয়ন্ত্রণ ও আক্রমণে আধিপত্য করলেও প্রথমার্ধে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি জার্মানি। নবম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে লেয়ন গোরেটস্কার শট গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও বাধা পায় ক্রসবারে।২৭তম মিনিটে আরেকটি ভালো সুযোগ হারায় জার্মানি। সের্গে জিনাব্রির দুরূহ কোন থেকে নেওয়া শট কোনোমতে পা দিয়ে আটকান গোলরক্ষক দিমিত্রিভস্কি।পাল্টা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে আগের ম্যাচে বড় জয় পাওয়া নর্থ মেসিডোনিয়া। ৪০তম মিনিটে আলিওস্কির ক্রসে আদেমির হেড দারুণ দক্ষতায় ফেরান মার্ক আন্দ্রে-টের স্টেগেন।বিরতির ঠিক আগে এগিয়ে যায় নর্থ মেসিডোনিয়া। আলিওস্কির ক্রস প্রথম প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গোলমুখে আড়াআড়ি ক্রস বাড়ান বার্ধি আর ছোট বক্সের ভেতর থেকে গোরান পানদেভ সহজ টোকায় জাল খুঁজে নেন। চলতি বাছাইয়ে এই প্রথম গোল হজম করল জার্মানি।৬৩তম মিনিটে স্পট কিক থেকে জার্মানি শিবিরে সমতার স্বস্তি এনে দেন ইলকাই গিনদোয়ান। ডি-বক্সে সানে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।৮০তম মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয় জার্মানির। জশুয়া কিমিচের থ্রু বল ধরে গিনদোয়ান গোলরক্ষককে একা পেয়েও শট নেননি। আড়াআড়ি ক্রস বাড়ান টিমো ভেরনারের উদ্দেশে। চেলসির এই ফরোয়ার্ড ঠিকঠাক টোকা দিতে পারেননি। বল চলে যায় পোস্টের বাইরে দিয়ে।উল্টো পাঁচ মিনিট পর ফের গোল হজম করে বসে জার্মানি। দুর্বল কর্নারও বিপদমুক্ত করতে পারেননি ডিফেন্ডাররা। সুযোগে বলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আদেমি পাস বাড়ান এলজিফ এলমাসকে। ডি-বক্সের মাঝখানে ফাঁকায় থাকা এই মিডফিল্ডার জোরালো শটে লক্ষ্যভেদ করেন। দারুণ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে নর্থ মেসিডোনিয়া।তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে আর্মেনিয়া। ৬ করে পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে নর্থ মেসিডোনিয়া; তৃতীয় স্থানে জার্মানি।

এফপিএআইয়ের বিচারে বর্ষসেরা অরিন্দম
সেরা কোচের শিরোপা পেলেন খালিদ জামিল

গোয়া, ১এপ্রিল (হি.স) : করোনার জন্য গত মরশুমে 'ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাওয়ার্ড' আয়োজন করতে পারেননি ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার গোয়ায় তাই পরপর দু'মরশুম ১৯-২০ এবং ২০-২১ মরশুমের সেরা ফুটবলার এবং কোচদের পুরস্কৃত করল ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন।

২০১৯-২০ মরশুমে ফুটবলারদের বিচারে মরশুমের সেরা ফুটবলার হয়েছিলেন বেঙ্গালুরু এফসির স্ট্রাইকার সুনীল ছেত্রী। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না তিনি। আর বর্ষসেরা তরুণ ফুটবলার হয়েছিলেন ওড়িশা এফসির জেরি। এই মরশুমে বর্ষসেরা তরুণ ফুটবলারের সম্মান পেয়েছেন নর্থইস্ট ইউনাইটেডের লালেনমাইয়া। আর বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পেয়েছেন এটিকে মোহনবাগানের গোলকিপার অরিন্দম ভট্টাচার্য। যিনি এই মরশুমে আইএসএলের সেরা গোলকিপারেরও সম্মান পেয়েছেন। আইএসএলের সেরা গোলকিপারের সম্মান পাওয়ার পর ফুটবলারদের বিচারেও সেরা ফুটবলারের সম্মান পেলেন অরিন্দম। এরপর হয়তো জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়ার হতাশা সামান্য হলেও কমতে পারে অরিন্দমের। ফুটবলারদের বিচারে গত মরশুমের সেরা বিদেশি ফুটবলার নির্বাচিত করা হয়েছে রয় কৃষ্ণকে। তবে এই মরশুমে আর সেরা বিদেশি ফুটবলার হতে পারেননি রয় কৃষ্ণ। সেরা বিদেশি ফুটবলারের সম্মান পেয়েছেন এফসি গোয়ার ইগর আঙ্গুলো।

NOTICE INVITING E-TENDER

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites e-tender 2nd.call (retender) through e-procurement website https://tripuratenders.gov.in Govt. of Tripura from bonafide reputed & experienced.pgencies/firms for "Supply & Installation of Book Stacks for various Libraries in Tripura" ; under the Department of Higher Education, Government of Tripura.

Interested bidders may see & download the detailed notice of the Request for Proposal (RFP) vide reference No.F.4(29-1)-BCSCL/2009/V-II(L) from the portal https://tripuratenders.gov.in . E-bidding to be rhade only through https://tripuratenders.gov.in . Offline proposalszwill not be accepted. Last date of submission of tender is 16.04.2021 till 5.00 p.m.

(DILIP KR. DAS)

ICA-C-004/2021-22 **Head Librarian & Head of Office, Birchandra State Central Library, Agartala,**

ORDER

Whereas the union Home Secretary, Ministry of Home affairs, Government of India being the Chairman of National Executive Committee, NDMA has issued new Guidelines for effective control COVID-19 vide order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 23/03/2021.

AND

Whereas vide communication No. F.2(1)/CS/HOME/2020, the Chief Secretary & Chairman. State Executive Committee has **informed that the State Government has decided to** adopt the above Guidelines **for effective control of COVID-19 in the State upto 30-04-2021.**

AND

Whereas the guidelines issued by the State Government under the "Epidemic Disease COVID-19 regulation, 2020" to contain the spread of pandemic COVID-19 in the population are given in ANNEXURE-A.

Now therefore, it is hereby ordered to strictly follow all the restictions imposed by the State Government mentioned in the ANNEXURE —A.

The State Government, in exercise of the powers conferred Under Section 2 of the Epidemic Disease Act 1987, framed "The Epidemic Disease COVID 19 regulations, 2020" to contain the spread of pandemic COVID 19 in the population. According to these regulations, following major restrictions have been imposed by the State Government:-

1. Compulsory wearing mask including homemade washable cloth mask/face cover by any cloth in public/work place or while travelling/driving.
2. Social distancing to be ensured in public and private transport.
3. Restricting shops to operate only after ensuring appropriate social distancing measures and avoiding over-crowding through volunteers to regulate shoppers.

The shops having frontage less than one metter shall allow only one person at a time, having frontage 1 (one) or more but less than 2 (two) meters, two persons shall be allowed at a time and so on. Rest may stand behind with a distance of one meter in queue. The shopkeeper and shoppers shall compulsorily wear mask / face covers. Compulsory daily sanitization of area.

Penalty for the violations of the regulations is as follows:-

1. Fine of Rs. 200/- in the first violation and Rs. 400/- for subsequent violation in regard to not wearing of mask / face cover.

2.Fine of Rs. 1000/- for not ensuring social distancing in public and private transport, for not ensuring social distancing among the consumers in front of the shops by shopkeepers and for violating home quarantine norms.

Moreover, any person / institution / organisation violating the regulations shall be deemed to have committed offence punishable under Section 188 of IPC (45 of 1860).

Sd/- (Dr. Shailesh K. Yadav, IAS)
District Magistrate & Collector
West Tripura District, Agartala

ICA-D-003/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফায় ভোট পড়ল ৮০.৪৩ শতাংশ

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.) : বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্যেই শেষ হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। ভারতের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ৪ রাজ্যের ৩০ আসনে গড়ে ৮০.৪৩ শতাংশ ভোট পড়েছে।সর্বাধিক ভোট দিয়েছেন কোতুলপুর আসনের ভোটাররা। এখানে ৮৭.২১ শতাংশ ভোট পড়েছে। পিছিয়ে ছিল না হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র নন্দীগ্রাম-ও। এখানে ভোট পড়েছে ৮০.৭৯ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সাড়ে ৫টা পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুরে ৮১.২৩, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭৮.০৫, বাঁকুড়ায় ৮২.৭৮ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭৯.৬৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দফার ভোটকে শান্তিপূর্ণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় দফার ভোটে দিনভর কমিশনের কাছে ভোটে অনিয়ম আর অশান্তি নিয়ে হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। অশান্তি পাকানোর দায়ে ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলার ৩০টি বিধানসভা আসনে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। যে চারটি জেলায় বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ হচ্ছে সেই জেলাগুলি হল-বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বাঁকুড়ার তালড্যাংড়া, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস এবং সোনামুখীতে বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ চলছে। এদিনই ভোটগ্রহণ হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম এবং চণ্ডীপুর আসনে। দ্বিতীয় দফার ভোটে সবথেকে বেশি নজরে রয়েছে নন্দীগ্রাম আসন, হাইভোল্টেজ এই আসন থেকে লড়ছেন তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের ৩৫৫টি বুথই স্পর্শকাতর। দ্বিতীয় দফায় ভোট চলছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গাপুর সদর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ও কেশপুর আসনে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা, পাথর প্রতিমা, কাকদ্বীপ ও সাগরে দ্বিতীয় দফায় ভোট চলছে। সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফার ভোটে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আসনের দিকেই সবথেকে বেশি নজর রয়েছে। তাই চিন্তায় রয়েছে নির্বাচন কমিশন। অশান্তির আশঙ্কা তৈরি হলে প্রয়োজনে গোটা নন্দীগ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করে ভোট করানোর ভাবনাও রয়েছে কমিশনের। নন্দীগ্রামে মোট পোলিং বুথের সংখ্যা ৩৫৫টি। এই কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য ২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বা প্রায় ১৬০০ জন জওয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়াও থাকবে রাজ্য পুলিশ। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলার ৩০টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণের জন্য মোতায়েন রয়েছে ৮০০ কোম্পানি বাহিনী।

দ্বিতীয় দফায় রাজনৈতিক মহলের মূলকেন্দ্রে ছিল নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রাম দখলে দ্বৈরথ চলছে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম বিজেপি নেতা তথা মমতার প্রাক্তন সহযোগী শুভেন্দু অধিকারীর। তবে পূর্ব মেদিনীপুরের বয়ালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বেলা বাড়তেই। অভিযোগ, বয়ালের সাত নম্বর বুথে এদিন সকাল থেকে কোনও এজেন্ট ছিল না তৃণমূলের। পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের এজেন্টকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। যদিও ওই তৃণমূল এজেন্টের মা বেঁকে বসেন। ছেলেকে বুথে যেতে দিতে রাজি হননি তিনি। পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা গেলেও বুথ মুখো হননি তৃণমূলের এজেন্ট। খবর পেয়ে বেলা বাড়তেই বয়ালের সাত নম্বর বুথে যান খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলনেত্রী সটান বুথে ঢুকে পড়েন। হুইল চেয়ারে বসেই বিজেপির বিরুদ্ধে তুমুল ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।।

এ ছাড়া বিক্ষিপ্ত অশান্তি দেখা গিয়েছে কেশপুর, ডেবরা, সবং এবং দাসপুরের মতো জায়গাতেও। রানিচকে শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে বিক্ষোভ। অভিযুক্ত তৃণমূল। শুভেন্দর আশ্বাস কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। নন্দীগ্রামের আমদাবাদ ১৫৪নং বুথ এলাকায় বোমাবাজির অভিযোগ। সোনাচূড়ায় বোমাবাজির অভিযোগ। অভিযোগ, বাড়ি থেকে বেরতো পারছেন না বাসিন্দারা। বিজেপির বিরুদ্ধে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাটে প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ সরকারের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরের জেলা পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থবছরের জেলা পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে সম্পতি এক সভা ও প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শিবির ও সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব)। সভায় উপস্থিত ছিলেন সহকারি সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিলাপরিষদের বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ এবং জিলা পরিষদের অতিরিক্ত সি ই ও অসীম সাহা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে সিপার্ডের পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ আধিকারিক ভাস্কর দাশগুপ্ত জেলা পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং জেলা পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

প্রশিক্ষণ শিবিরে সিপার্ডের পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ আধিকারিক সভায় জানান, জেলার পঞ্চায়েতগুলির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের এই পরিকল্পনা একটি সম্পর্ণ নতুন পদক্ষেপ। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে প্রথমেই জিলাপরিষদের সভাধিপতিকে চেয়ারম্যান ও সহকারি সভাধিপতিকে ভাইস চেয়ারম্যান করে জেলা পঞ্চায়েত পরিকল্পনা কমিটি গঠন করতে হবে। সেই কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে থাকবেন পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকারিক এবং সদস্য হিসাবে থাকবেন বিভিন্ন দপ্তরের জেলা আধিকারিকগণ। তাছাড়া জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই কমিটির সদস্য হিসাবে থাকবেন জিলাপরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানগণ। এই জেলা পঞ্চায়েত পরিকল্পনা কমিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরি দল তৈরী কবে পঞ্চায়েত উন্নয়নে কাজ করবে। এই দলের মধ্যে যে কর্মসূচিগুলি থাকবে সেগুলি হল, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশান এবং অর্থ বিষয়ক পরিসংখ্যান ও তার সংরক্ষণ, কৃষি উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর মজত প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ। এরমধ্যে রয়েছে মৎস্য চাষ, নিশ্চিত কর্মসংস্থন প্রকল্প, জল ও ভূমি সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব রক্ষনাবেক্ষণ, প্রাণী সম্পদের উন্নয়ন, ক্ষুদ্রব্যবসা, দারিদ্র দূরীকরণ, সামাজিক ন্যায় বিচার, মহিলা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, তপশিলী জাতি ও জনজাতি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানীয় জল ও শৌচাগার, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও যুবকল্যাণ, পূর্ত ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মসূচির উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত বিষয়। এই সমস্ত বিষয়ে জেলাস্তরে গঠিত দলগুলি জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েত. উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা তৈরী করে মানুষকে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করবে। প্রশিক্ষণ শিবির ও জিলা পরিষদের এই সভায় পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব) জেলা পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টারে সফল জটিল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টারে এই প্রথম প্যাংক্রিয়াস ক্যান্সারের জটিলতম অপারেশন সম্পন্ন হলো। নয় ঘন্টায় এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন চিকিৎসকগণ। সোনামুড়ার কুলুবাড়ির দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারি এক মহিলার (৫৬ বৎসর) মাস দুয়েক আগে জিবিপি হাসপাতালে এম আর আই-এ প্যাংক্রিয়াসে ক্যান্সার সনাক্ত হয়। সম্পতি ক্যান্সার হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁর অস্ত্রোপচারের সিদ্বান্ত নেন। সেই অনুসারে ৩১ মার্চ সকালে রোগীর অ্যানেসথেসিয়া করা হয়। সকাল সাড়ে ১১ টায় প্যাংক্রিয়াসের এই হুইপলস সার্জারি শুরু করেন অঙ্কোসার্জন ডাঃ আশিষ গুপ্তা ও ডাঃ প্রীতেশ রাজবী সিং। রাত ৮:৩০ পর্যন্ত প্রায় নয় ঘন্টা ব্যাপী এই দুরূহ অপারেশনটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন এই দুই অঙ্কোসার্জন। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগের ফলে সম্পতি বহির্রাজ্য থেকে এই দুইজন বিশেষজ্ঞ সার্জন রাজ্যে যোগ দিয়েছেন এবং একের পর এক জটিল অপারেশন সম্পন্ন করছেন। ডাঃ আশিস গুপ্তা দিল্লি থেকে এবং ডাঃ প্রীতেশ রাজবী সিং মুম্বাই থেকে এসেছেন। দুইজনই অঙ্কোসার্জন হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্রোপচারের অভিজ্ঞতা রয়েছে। গতকাল রাতেই রোগীকে আই সি ইউ তে স্থানান্তরিত করা হয়। তার শারীরিক পরিস্থিতি বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে। এই অস্ত্রোপচারে স্টাফ নার্স ছিলেন প্রিয়াংকা নাথ, সুবত সাহা, মানালী দেববর্মা, সিরাজ দেববর্মা ও সঙ্গীতা দাস। অ্যানেসথেসিয়া করেন ডা. মৃণাল দেববর্মা। ও টি অ্যাসিসটেন্ট ছিলেন অলান দাশগুপ্ত ও কৃষ্ণ ত্রিপুরা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিলোনীয়া সীমান্তে অনুপ্রবেশ বাড়ছে বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। ভারত-বাংলাদেশের বিলোনিয়া সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি নিয়ে নানা মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নজরদারি দুর্বলতার সুযোগে কাজে লাগিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে চলেছে।সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ জওয়ানদের চোখে ফাঁকি দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত পথ দিয়ে চলছে অনুপ্রবেশ। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নজরদারি ব্যবস্থা যে ঢিলে ঢালা তা আবারও পুলিশ প্রমাণ করে দিল বিলোনিয়াতে দুই বাংলাদেশি যুবককে আটকের মধ্য দিয়ে। সন্দেহভাজন দুই বাংলাদেশি যুবকে গতকাল রাতে বিলোনিয়া রেল স্টেশন থেকে আটক করে। বাংলাদেশি দুই যুবকের নাম মহম্মদ রহিম ও আলি নুর। বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট জেলায়। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় পুলিশ এই দুই জন বাংলাদেশি যুবককে আটক করে। বৃহস্পতিবার তাদের বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করে।তাদের বিরুদ্ধে বেআইনি অনুপ্রবেশ আইনে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। বুধবার রাত নয়টা নাগাদ বিলোনিয়া থানাতে খবর আসে রেল স্টেশনে সন্দেহ ভাজন দুই যুবক ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় লোকজন তাদেরকে আটক করে রাখেছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ছুটে যায় বিলোনিয়া রেল স্টেশনে। পুলিশ আসার পর সংশ্লিষ্ট এলাকা বাসীরা সন্দেহ ভাজন দুই যুবকে তুলে দেয় পুলিশের হাতে।

সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসী সহ স্থানীয় সংবাদ প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সন্দেহ ভাজন দুই যুবক জানায় তাদের বাড়ি বাংলাদেশ সিলেট জেলায়। কাজের জন্য এ দেশে তারা এসেছে। গত মঙ্গলবার সকালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মাজারের ভিতর দিয়ে তারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। ত্রিপুরার কোন সীমান্ত দিয়ে উঠেছে নাম বলতে পারেনি। সীমান্তে কাঁটাতার থাকলেও কাঁটা তারের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করেছে , সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জোওয়ানদের চোখে ফাঁকি দিয়ে। বিলোনিয়া থানার সহকারী সাব ইন্সপেক্টর মৃদুল মজুমদার জানায় , এই দুই যুবক বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে পারে নি। তাছাড়া জিজ্ঞাসা বাদের পর সন্দেহ ভাজন দুই যুবক জানায় তাদের বাড়ি বাংলাদেশ। সেই বিনা পাসপোর্টে প্রবেশ করাতে তাদের আটক করা হয়েছে। বাংলাদেশি দুই যুবকের আটকের ঘটনায় বিলোনিয়াতে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। একদিকে করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ, অন্যদিকে রাজ্যে এডিসি নির্বাচন এই দুই কারনে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে থাকার পরেও কি করে রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে এ নিয়ে উঠছে নানান প্রশ্ন। এই অনুপ্রবেশের ঘটনায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব কর্তব্য নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

কৈলাসহরে কমিউনিটি হলের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সঠিক নজরদারির অভাবে কৈলাসহর পুরপরিষদের গোবিন্দপুরে অবস্থিত ভগৎ সিং কমিউনিটি হলটি এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী।গোবিন্দপুরের ভগৎ সিং কমিউনিটি হলটি কৈলাসহর পুর পরিষদের পক্ষ থেকে দেখাশোনা করা হয়। এলাকার এই কমিউনিটি হলে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সহ সামাজিক আরও বিভিন্ন অনুস্টানে ভাড়া দেওয়া হয়। অতিথিদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয় এখানে। মিটিং কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ঘর ভাড়া বাবদনেয়া হয় চারশো টাকা। খাবার-দাবারের অনুষ্ঠানের জন্য পুরপরিষদ ভাড়া নেয় তিন হাজার টাকা। অনুষ্ঠান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত বাপ্পি লাহিড়ী, ভর্তি হাসপাতালে

মুম্বাই, ১ এপ্রিল (হি. স.) : এবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী বাপ্পি লাহিড়ী। শিল্পীর মুখপাত্র সূত্রের খবর, তাঁর বয়সের কথা মাথায় রেখেই হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাঁকে। আপাতত মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে। সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করার পরও করোনায় আক্রান্ত হন তিনি। তাঁর শরীরে সব ধরনের উপসর্গ মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। শিল্পীর মুখপাত্র জানিয়েছেন, করোনা সংক্রান্ত সমস্ত সতর্কতা নিয়েছিলেন বাপ্পি লাহিড়ী। কিন্তু তা সত্ত্বেও করোনার

সোকেস ভেঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার সহ ঘরের আসবাবপত্র চুরি বিলোনীয়ায়, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার দক্ষিণ ভারত চন্দ্র নগরের তবলা চৌমুহনী এলাকায় পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে চোরের দল।সন্ধ্যা রাতেই দুঃসাহসীক চুরি।ঘটনা বিলোনীয়ার দক্ষিন ভারত চন্দ্র নগরের তবলা চৌমুহনী এলাকায়। পেশায় জুয়েলারি ব্যাবসায়ী অমর কান্তি বনিক প্রতিদিন সকালে খাওয়া দাওয়া করে দোকানে চলে যান। রাতে বাড়ি ফিরেন। বুধবার রাত নয়টা নাগাদ বাড়ি ফিরে গেট খুলে ভিতরে গিয়ে দেখতে পান ঘরের ভিতরে লাইট জ্বলছে। বারান্দার তালা থাকলেও ভিতরের দরজা খোলা।বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে চোরের দল সোকেস ভেঙ্গে স্বর্নালঙ্কার ও টিভি নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিবেশিদের ডাকেন। জানা গেছে বহু আগে তার স্ত্রী মারা গেছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িতে তিনি একাই থাকেন। চুরির ঘটনায় হতবিহব্বল হয়ে সঙ্গা হারিয়ে ফেলেন বাড়ির মালিক। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে স্থানীয় লোকজন বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনা সলে ছুটে আসে বিলোনীয়া থানার পুলিশ।বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরদের আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

মহাজোট আর কিছু নয়, আসলে মহাঝুট, এই ঝুটের মহা-হার হবে, নির্বাচনি সমাবেশে মোদী

কোকরাঝাড়, ১ এপ্রিল (হি.স.) : মহাজোট আর কিছু নয়, আসলে মহাঝুট, এই ঝুটের মহা-হার হবে। আজ বৃহস্পতিবার অসমের কোকরাঝাড়ে বিশাল নির্বাচনি জনসভায় কংগ্রেস-এআইইউডিএফের মহাজোটটকে এভাবেই নিশানা করে স্বভাবসিদ্ধ উদাত্ত ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আজকের জনসভায় মানুষের জোয়ারই অসমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোট সরকার হচ্ছেই এ-বিষয়ে তাঁকে নিশ্চিত করেছে। কোকরাঝাড় সমেত বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি-ইউপিপিএল জোটের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী জনসভায় অংশ নেন।

ভাষণের শুরুতে বড়ো ভাষায় উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, প্রথম দফার নির্বাচনে গণদেবতারা প্রচণ্ড সহযোগিতা করেছেন। এনডিএ-র জবরদস্ত বিজয় সুনিশ্চিত করেছেন জনতা। আজও দ্বিতীয় দফার ভোট খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, সারা দেশ জানে, অসমের যুবাদের মধ্যে ফুটবল খুবই প্রসিদ্ধ। ফুটবলের ভাষায় মহাজোট-কে অসমবাসী লাল কার্ড দেখিয়েছেন। তাঁর দাবি, এ-রাজ্যের মানুষের বিশ্বাস এনডিএ-র উপর রয়েছে, কংগ্রেসের উপর নয়।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাজোটের কর্মীরা অপপ্রচার চালাচ্ছেন, মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। কোকরাঝাড়ের মানুষের তা বুঝতে হবে। তিনি বলেন, মহাজোটের মহাঝুট বনাম বিকাশের মধ্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বলেন, জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, গ্যাসের মতো সুবিধাগুলির জন্য কংগ্রেস দীর্ঘকাল এখানকার মানুষকে বঞ্চিত করেছে। এনডিএ কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিটি সুযোগ সুবিধা প্রত্যেকের ঘরে পৌছে দিতে চাইছে। এমন-কি কংগ্রেস চা বাগানের শ্রমিক-কর্মীদের এতদিন কোনও খোঁজখবর করেনি। এখন মজুরি বৃদ্ধির গ্যারান্টি দিয়ে ছলনা করছে এরা। তবে এনডিএ সরকার চা বাগানের প্রত্যেকের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছে। জমি পাট্টা দেওয়া, মজুরি বাড়ানো, চা-বাগানের বোন-কন্যাদের জীবনকে সহজ করে তুলেছে। সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাস নীতিতে এনডিএ সরকার কাজ করছে, দাবি করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এমন কোনও জনজাতি নেই যাঁদের সাথে কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এনডিএ সরকার কোচ, রাজবংশী, মরান, মটক, চুটিয়ার মতো রাজ্যের সকল বর্ণের স্বার্থে পদক্ষেপ নিচ্ছে। এ-জন্য নতুন উন্নয়ন কাউন্সিল গঠনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। আমাদের প্রচেষ্টা সকল জনজাতির সম্মিলিত বিকাশ। এ-সব ব্যাপারে ধারাবাহিক কাজ চলছে। তাঁর কথায়, আমি সন্তুষ্ট যে ২০১৬ সালে আমরা বিটিআর-এ শান্তি এবং উন্নয়নের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পূরণে আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়েছে। কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসন এই অঞ্চলটিকে বোমা, বন্দুক এবং ব্লকেটর আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এনডিএ অসমকে শান্তি ও উন্নয়ন দিয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার বিটিসি-কে কর্তৃত্ব দিয়েছিল। বর্তমান এনডিএ সরকার স্থায়ী শান্তির জন্য ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তি করেছে। আজ বিটিআর প্রসারিত হয়েছে। বড়ো-দের সঠিক উন্নয়নের জন্য আমাদের মন্ত্র হল শান্তি, অগ্রগতি এবং সুরক্ষা, বলেন তিনি।

মোদী বলেন, বিগত বছরগুলিতে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিশেষভাবে বিটিআরের জন্য দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় বহু প্রকল্পে কাজ চলছে। কোকরাঝাড়ে মেডিক্যাল কলেজের নির্মাণকাজ দ্রুত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।